শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিন্দুর ছেলে

বিন্দুর ছেলে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রকাশক :
দুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : আট টাকা

অসিত সরকার
তাপসী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

এক

যাদব মুখুয্যে ও মাধব মুখুয্যে যে সহোদর ছিলেন না, সে কথা নিজেরা ত ভুলিয়াই ছিলেন, বাহিরের লোকও ভুলিয়াছিল। দরিদ্র যাদব অনেক কষ্টে ছোট ভাই মাধবকে আইন পাস করাইয়াছিলেন এবং বহু চেষ্টায় ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্তান বিন্দুবাসিনীকে ভ্রাতৃ-বধূরূপে ঘরে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিন্দুবাসিনী অসামান্য রূপসী। প্রথম যেদিন সে এই অতুল রূপ ও দশ সহস্র টাকার কাগজ লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিন বড়বৌ অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল। বাড়ীতে শাশুড়ী-ননদ ছিল না, তিনিই ছিলেন গৃহিণী। ছোটবধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রতিবাসিনীদের কাছে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, ঘরে বৌ আন্‌তে হয় ত এমনি! একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। কিন্তু দুই দিনেই তাঁহার এ ভুল ভাঙিল। দুই দিনেই টের পাইলেন, ছোটবৌ যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে। একদিন বড়বৌ স্বামীকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন. হাঁ গা, রূপ আর টাকার পুঁটলি দেখে বৌ ঘরে আনলে, কিন্তু এ যে কেউটে সাস!

যাদব কথাটা বিশ্বাস করিলেন না। মাথা চুলকাইয়া বার দুই তাই ত, তাই ত, করিয়া কাছারী চলিয়া গেলেন।

যাদব অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক। জমিদার সেরেস্তায় নায়েবী এবং ঘরে আসিয়া পূজা অর্চ্চনা করিতেন। মাধব দাদার চেয়ে দশ-বার বছরের ছোট, উকিল হইয়া সম্প্রতি ব্যবসা সুরু করিয়াছিল। সে আসিয়া কহিল, বৌঠান, টাকাটাই কি দাদার বেশী হ'ল? দুদিন সবুর করলে আমিও ত রোজগার ক'রে দিতে পারতাম।

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া রহিলেন।

এ ছাড়া আরও একটা বিপদ এই হইয়াছিল, ছোটবৌকে শাসন

করিবারও যো ছিল না। তাহার এমনি ভয়ঙ্কর ফিটের ব্যামো ছিল যে, সেদিকে চাহিয়া দেখিলেও বাড়ী-সুদ্ধ লোকের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকিত এবং ডাক্তার না ডাকিলে আর উপায় হইত না। সুতরাং সাধের বিবাহটা যে ভুল হইয়া গিয়াছে, এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল, শুধু যাদব হাল ছাড়িলেন না। তিনি সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, না গো না, তোমরা পরে দেখো। মায়ের আমার অমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, সে কি একেবারে নিষ্ফল যাবে? এ হতেই পারে না।

একদিন কি একটা কথার পরে ছোটবৌ মুখ অন্ধকার করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া ভয়ে অন্নপূর্ণার প্রাণ উড়িয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল, ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার দেড় বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যচরণকে টানিয়া আনিয়া বিন্দুর কোলের উপর নিক্ষেপ করিয়াই তিনি পলাইয়া গেলেন।

অমূল্য কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিন্দু প্রাণপণ বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া মুর্চ্ছার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ছেলে বুকে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন এবং ফিটের ব্যামোর এই অমোঘ দৈব-ঔষধ বাহির করিয়া পুলকিত হইলেন।

সংসারের সমস্ত ভার অন্নপূর্ণার মাথায় ছিল বলিয়া, তিনি ছেলে মানুষ করিতে পারিতেন না। বিশেষ, সমস্ত দিনের কাজ কর্ম্মের পর রাত্রে ঘুমাইতে না পাইলে তাঁহার বড় অসুখ করিত; তাই এই ভারটা ছোটবৌ লইয়াছিল।

মাস-খানেক পরে একদিন সকালবেলা সে ছেলে কোলে হইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, অমূল্যধনের দুধ কই?

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা ফেলিয়া রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, এক মিনিট সবুর কর্ বোন, জ্বাল দিয়ে দিচ্চি।

বিন্দু ঘরে ঢুকিয়াই দুধ জ্বাল হয় নাই দেখিয়াই রাগিয়া গিয়াছিল,

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, কালও তোমাকে বলেছি, আমার আটটার আগে দুধ চাই, তা সেই ত নটা বাজে। কাজটা তোমার যদি এতই ভারী ঠেকে দিদি, স্পষ্ট ক'রে বলতেই ত পার, আমি অন্য উপায় দেখি। হাঁ বামুনমেয়ে, তোমারও কি একটু হুঁস থাক্‌তে নেই গা, বাড়ী-সুদ্ধ লোকের পিণ্ডিরান্না না হয়, দুমিনিট পরেই হ'ত?

বামনঠাক্‌রুণ চুপ করিয়া রহিলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন, তোর মত শুধু ছেলেকে টিপ পরানো আর কাজল দেওয়া নিয়ে থাক্‌লে আমাদেরও হুঁস থাকৃত। এক মিনিট আর দেরি সয় না ছোটবৌ?

ছোটবৌ তাহার উত্তরে বলিল, তোমার অতি বড় দিব্যি রইল, যদি কোনদিন আর অমূল্যর দুধে হাত দাও, আমারও দিব্যি রইল, আর কোনদিন যদি তোমাকে বলি—।

এই বলিয়া সে মেঝের উপর অমূল্যকে দুম করিয়া বসাইয়া দিয়া, দুধের কড়া তুলিয়া আনিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে অমূল্য চীৎকার করিয়া উঠিতেই, বিন্দু তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, চুপ কর হতভাগা, চুপ কর, চেঁচালে একেবারে মেরে ফেলব। বিন্দুর ব্যবহারে বাড়ীর দাসী কদম ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে লইতে গেলে বিন্দু তাহাকে ধমকাইয়া উঠিল, দূর হ, সামনে থেকে দূর হ!

সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দু আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া দুধ জ্বাল দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে বিন্দু দুধ লইয়া চলিয়া গেলে তিনি পাচিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুনলে মেয়ে, ওর কথা? সেই যে একদিন হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলুম, অমূল্যকে নে, সেই জোরে আজ আমাকেও দিব্যি দিয়ে গেল!

যাই হোক, এমনি করিয়া অন্নপূর্ণার ছেলে বিন্দুবাসিনীর কোলে

মানুষ হইতে লাগিল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অমূল্য খুড়িকে মা এবং মাকে দিদি বলিতে শিখিল।

দুই

ইহার বছর চারেক পরে, যেদিন খুব ঘটা করিয়া অমূল্যর হাতে-খড়ি হইয়া গেল, তাহার পরদিন সকালে অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বাহির হইতে বিন্দুবাসিনী ডাকিয়া কহিল দিদি, অমূল্যধন প্রণাম করতে এসেছে, একবারটি বাইরে এস।

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া অমূল্যর সাজগোজ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাহার চোখে কাজল, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, মাথার উপর চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, পরণে একটি হল্‌দে রঙের ছাপান কাপড়, একহাতে দড়ি-বাধা মাটির দোয়াত, বগলে ক্ষুদ্র মাদুর জড়ানো গুটি কয়েক তালপাতা।

বিন্দু বলিল, দিদিকে প্রণাম কর ত বাবা!

অমূল্য জননীকে প্রণাম করিল।

তাহার পায়ে জুতা নাই, মোজা নাই, পরণে নানাবিধ বিলাতী পোষাক নাই—অন্নপূর্ণা এই অপরূপ সাজ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, এতও তোর আসে ছোটবৌ। ছেলে বুঝি পড়তে যাচ্ছে?

বিন্দু হাসিমুখে বলিল, হ্যাঁ, গঙ্গা পণ্ডিতের পাঠশালায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আজকের দিন যেন ওর সার্থক হয়।

চাকরের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, ভৈরব, পণ্ডিত মশাইকে আমার নাম ক'রে বিশেষ ক'রে ব'লে দিস ছেলেকে আমার যেন কেউ মারধোর না করে। দিদি, এই পাঁচ টাকা ধর, বেশ ক'রে একখানি সিদে সাজিয়ে টাকা ক'টি দিয়ে কদমের হাতে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। বলিয়া সে গভীর স্নেহে চুমা খাইয়া ছেলেকে কোলে তুলিল।

অন্নপূর্ণার দুই চোখে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি বামুন-

ঠাকরুণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ছেলে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তবু পেটে ধরে নি—তা হ'লে না জানি ও কি করত!

পাচিকা কহিল, সে জন্যই ভগবান বোধ করি দিলেন না, আঠার-উনিশ বছর বয়স হ'ল—

কথাটা শেষ হতেই পারিল না। ছোটবৌ একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি, বঠ্ঠাকুরকে বলে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা পাঠশালা ক'রে দেওয়া যায় না' আমি সমস্ত খরচ দেব!

অন্নপূর্ণা হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এখনও সে দু'পা যায় নি ছোটবৌ, এর মধ্যে তোর মতলব ঘুরে গেল? না হয় তুইও যা না, পাঠশালায় গিয়ে ব'সে থাকবি।

বিন্দু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, মতলব ঘোরে নি দিদি। কিন্তু ভাবচি আড়ালে থাকা এক, আর চোখের সামনে এক। পোড়োরা সব দুষ্ট ছেলে, ওকে ছোটটি পেয়ে মার-ধোর যদি করে?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, করলেই বা। ছেলেরা মারামারি করেই। তা ছাড়া সকলের ছেলেই সমান ছোটবৌ, তাদের বাপ-মা প্রাণে ধরে যদি পাঠশালায় দিতে পেরে থাকে, তুই পারবি নে কেন?

পরের সঙ্গে তুলনা করাটা বিন্দু একেবারে পছন্দ করিত না। তাই বোধ করি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, বলিল, তোমার এক কথা দিদি। ধর কেউ যদি ওর চোখে কলমের খোঁচাই দেয়—তা হ'লে?

অন্নপূর্ণা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে ডাক্তার দেখাবি। কিন্তু সত্যি বল্‌চি তোকে, আমি ত সাত দিন সাত রাত ব'সে ভাবলেও খোঁচাখুচির কথা মনে করতে পার্‌তুম না! এত ছেলে পড়ে, কে কার চোখে কলমের খোঁচা দেয় তাও ত শুনি নি।

বিন্দু কহিল, তুমি শোন নি ব'লেই কি এমন কাণ্ড হ'তে পারে না? দৈবাতের কথা কে বলতে পারে? আচ্ছা, বেশ ত তুমি একবার ব'লেই দেখ না তারপর যা হয় হবে।

অন্নপূর্ণা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, যা হবে তা দেখতেই পাচ্চি। তুই

একবার যখন ধরেছিস্ তখন কি আর না ক'রে ছাড়বি ? কিন্তু আমি অমন অনাছিষ্টি কথা মুখে আনতে পারব না ! আর তুইও ত কথা ক'স—নিজেই বলগে যা।

এবার বিন্দু রাগ করিল। বলিল, বলবই ত। এত দূরে রোজ রোজ আমি ছেলে পাঠাতে পারব না—এতে কারুর ভাল লাগুক না লাগুক, আর এতে ওর বিদ্যে হোক আর নাই হোক।—হ্যাঁ কদম, তোকে না বললুন সিদে আনতে ? হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

তাহার ক্রুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সিদে দিচ্চি। একেবারে এত উতলা হোস্ নে ছোটবৌ ! আচ্ছা, ছেলে কি তোর বড় হবে না ? তুই কি চিরকাল তাকে আঁচল-চাপা দিয়ে রাখতে পারবি ? এটা ভাবিস না কেন ?

ছোটবৌ সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, কদম, সিদে দিয়ে গুরুমশায়ের পায়ের ধূলো একটু তার মাথায় দিয়ে, ছেলে ফিরিয়ে আন গে। তাঁকেও একবাব বিকাল-বেলা আসতে বলিস। যে বুঝবে না, তাকে আর বোঝাব কি ক'রে ? বল্‌চি, ছোটটি পেয়ে যদি কেউ মার ধোর করে—না, চিরকাল কি তুই আঁচল-চাপা দিয়ে রাখতে পার্‌বি ? কি পার্‌ব না পারব সে পরামর্শ ত নিতে আসি নি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা অবাক্ হইষা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কদম বলিল, আর দাঁড়িয়ে থেকো না মা, হয় ত এখনি আবার এসে পড়বেন। উনি যা ধ'রেছেন, বিধাতা পুরুষেরও সাধ্যি নেই যে তা রদ করেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর বড় কর্ত্তা আফিঙ খাইয়া শয্যার উপর কাত হইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে শুইয়াছিলেন, এমন সময় দরজার শিকলটা ঝন্ ঝন্ করিয়া নড়িয়া উঠিল।

যাদব অতি কষ্টে চোখ খুলিয়া বলিলেন, কে ও ?

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ছোটবৌ কি বলতে এসেছে, শোন।

যাদব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ছোটমা ? কেন মা ?

ছোটবৌকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ছোটবৌ কথা কহিল না, তাহার হইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া দিলেন, ওর ছেলের চোখে পোড়োরা কলমের খোঁচা মারবে, তাই বাড়ীর মধ্যে একটা পাঠশালা ক'রে দিতে হবে।

যাদব হাতের নলটা ফেলিয়া দিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কে চোখে খোঁচা মারলে ? কৈ দেখি, কি রকম হ'ল ?

অন্নপূর্ণা তাঁহার হাতের নলটা তুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন, এখনো কেউ মারে নি—যদির কথা হচ্ছে।

যাদব সুস্থির হইয়া বলিলেন, ওঃ যদির কথা। আমি বলি বুঝি—

বিন্দু আড়ালে দাঁড়াইয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, দিদি, এই না তুমি বল্‌লে অনাছিষ্টি কথা মুখে আন্‌তে পারবে না—আবার বলতে এলে কেন ?

অন্নপূর্ণা নিজেও বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কথা বলিবার ধরণটা ভাল হয় নাই এবং ইহার ফলও মধুর হইবে না। এখন এই চাপা গলার নিগূঢ় অর্থ অনুভব করিয়া তিনি যথার্থ-ই ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রাগটা পড়িল নিরীহ স্বামীর উপর ; এবং তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আফিঙের নেশায় মানুষের চোখই বুজে যায়, কানও কি বুজে যায় ? বললুম কি আর ও শুনলে কি। 'কৈ দেখি, কি রকম হ'ল ?' আমি কি বলছি তোমাকে অমূল্যর চোখ কানা ক'রে দিয়েচে ? আমার হ'য়েছে যেন সব দিকে জ্বালা !

নির্ব্বিরোধী যাদবের আফিঙের মৌজ ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন, কেন কি হ'ল গো ?

অন্নপূর্ণা রাগিয়া বলিলেন, যা হ'ল তা ভালই। এমন মানুষের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া ঝকমারি—অধর্ম্মের ভোগ, বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

যাদব বলিলেন, কি হয়েছে মা খুলে বল ত।

বিন্দু দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, বাইরে গোলার ধারে একটি পাঠশালা হ'লে —

যাদব বলিলেন, এ আর বেশী কথা কি মা। কিন্তু পড়াবে কে?

বিন্দু কহিল, পণ্ডিতমশাই এসেছিলেন; তিনি মাসে দশ টাকা ক'রে পেলে পাঠশালা তুলে আনবেন। আমি বলি, আমার সুদের জমা টাকা থেকে যেন সব খরচ দেওয়া হয়।

যাদব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বেশ ত মা কালই আমি লোক লাগিয়ে দেব, গঙ্গারাম এইখানেই যদি তার পাঠশালা তুলে আনে, সে ত ভাল কথাই।

ভাসুরের হুকুম পাইয়া বিন্দুর রাগ পড়িয়া গেল। সে হাসি মুখে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল, অন্নপূর্ণা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন এবং কাছে বসিয়া কদম হাত-মুখ নাড়িয়া কি যেন ব্যাখ্যা করিতেছে। বিন্দুকে ঢুকিতে দেখিয়াই সে পাংশু মুখে 'ওমা এই যে' বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিয়া ফেলিল। বিন্দু বুঝিল, তাহার কথাই হইতেছিল, সামনে আসিয়া বলিল, ওমা কি, তাই বল্ না।

ভয়ে কদমের গলা কাঠ হইয়া গিয়াছিল; সে ঢোক গিলিয়া বলিল না দিদি, এই কি না · বড়মা বললেন কি না এই ধর না, কেন—

বিন্দু রুক্ষস্বরে বলিল, ধরেচি—তুই কাজ কর্ গে যা।

কদম দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গিয়া বাঁচিল।

তখন বিন্দু অন্নপূর্ণাকে কহিল, বড়গিন্নীর পরামর্শদাতাগুলি বেশ। বঠ্ঠাকুরকে ব'লে ওদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

বিন্দু খুশি থাকিলে অন্নপূর্ণাকে দিদি বলিত, রাগিলে বড়গিন্নী বলিত।

অন্নপূর্ণা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, যা না, বল্ গে না—বঠ্ঠাকুর আমার মাথাটা কেটে নেবে। আর বঠ্ঠাকুরও তেমনি। সে তক্ষুণি সুরু করবে, কি মা! কি বল্চ মা, ঠিক কথা মা! ঢের ঢের বরাত দেখেচি ছোটবৌ, কিন্তু তোর মত দেখি নি। কি কপাল নিয়েই জন্মে

ছিলি, মাইরি, বাড়ী সুদ্ধ সবাই যেন ভয়ে জড়সড়।

বিন্দুর রাগ হইয়াছিল বটে কিন্তু অন্নপূর্ণার কথার ভঙ্গীতে সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল, কৈ তুমি ত ভয় কর না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, করি নে আবার। তোমার রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখলে যার বুকের রক্ত জল হ'য়ে না যায়, সে এখনো মায়ের পেটে আছে! কিন্তু অত রাগ ভাল নয় ছোটবৌ! এখনো কি ছোটটি আছিস? ছেলে হ'লে যে এতদিন চার-পাঁচ ছেলের মা হতিস, আর তোকেই বা দোষ দেব কি, ঐ বুড়ো আদর দিয়ে তোর মাথা খেলে!

বিন্দু বলিল, কপাল যে নিয়ে জন্মেছিলুম দিদি, স কথা তোমার মানি; ধন-দৌলত আমোদ-আহ্লাদ অনেকেই পায়, সেটা বেশি কথা নয়, কিন্তু এমন দেবতার মত ভাসুর পেতে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই! অমন অদৃষ্ট দিদি, তুমি হিংসা ক'রে কি করবে। কিন্তু আদর দিয়ে তিনি ত মাথা খান নি, আদর দিয়ে যদি কেউ মাথা খেয়ে থাকে ত সে তুমি!

অন্নপূর্ণা হাত নাড়িয়া বলিলেন, আমি। সে কথা কারো বলবার যো নেই। আমার শাসন কড়া শাসন – কিন্তু কি করব আমার কপাল মন্দ, কেউ আমাকে ভয় করে না—দাসী চাকরগুলো পর্য্যন্ত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে ঝগড়া করে, যেন তারাই মনিব, আর আমি দাসী বাঁদী! আমি তাই স'য়ে থাকি অন্য কেউ হ'লে—

তাঁহার এই উল্টা-পাল্টা কথায় বিন্দু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, দিদি তুমি সত্য-যুগের মানুষ, কেন মর্‌তে একালে এসে জন্মেছিলে? কই আমার সঙ্গে ত কেউ ঝগড়া করে না? বলিয়া সহসা সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া অন্নপূর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল একটা গল্প বল না দিদি।

অন্নপূর্ণা রাগিয়া বলিলেন যা, সরে যা।

কদম ছুটিয়া আসিয়া বলিল দিদি অমূল্যধন জাঁতিতে হাত কেটে ফেলে কাঁদছে।

বিন্দু তৎক্ষণাৎ গলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল জাঁতি পেলে কোথায় ? তোরা কি কচ্ছিলি ?

আমি ও-ঘরে বিছানা করছিলুম দিদি, জানিওনে যে কখন ও বড়মার ঘরে ঢুকবে—

আচ্ছা, হ'য়েচে হ'য়েচে—যা বলিয়া বিন্দু ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে অমূল্যর আঙ্গুলের ডগায় ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দিদি, কতদিন বলেচি তোমাকে' ছেলে-পুলের ঘরে জাঁতি-টাঁতিগুলো সাবধান ক'রে রেখো—তা—

অন্নাপূর্ণা আরো রাগিয়া বলিলেন, কি কথা যে তুই বলিস্ ছোটবৌ তার মাথা-মুণ্ডু নেই। কখন তোর ছেলে ঘরে ঢুকে হাত কাটবে ব'লে কি জাঁতি নোয়ার-সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখ্‌বো ?

বিন্দু বলিল, না কাল থেকে ওকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বো, তা হ'লে আর ঢুকবে না, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, শুনলি কদম, ওর জবরদস্তি কথাগুলো। জাঁতি কি মানুষে সিন্ধুকে তুলে রাখে ?

কদম কি একটা বলিতে গিয়া হাঁ করিয়াই থামিয়া গেল।

বিন্দু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ফের যদি তুমি দাসী চাকরকে মধ্যস্থ মানবে ত সত্যি বল্‌চি তোমাকে, ছেলে নিয়ে আমি বাপের বাড়ী চলে যাব।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যা-না-যা ! কিন্তু মাথা খুঁড়ে ম'লেও আর ফিরিয়ে আনবার নামটি করবো না। সে কথা মনে রাখিস।

আমি আস্‌তেও চাই নে, বলিয়া বিন্দু মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল। ঘন্টা-দুই পরে, অন্নপূর্ণা দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ছোট-বৌয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঘরের একধারে একটি ছোট টেবিলের উপর মাধবচন্দ্র মকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন এবং বিন্দু অমূল্যকে লইয়া খাটের উপর শুইয়া আস্তে আস্তে গল্প বলিতেছিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, খাবি আয়।

বিন্দু বলিল, আমার ক্ষিদে নেই।

অমূল্য তাড়াতাড়ি খুড়ীর গলা ধরিয়া বলিল, ছোটমা খাবে না, তুমি যাও!

অন্নপূর্ণা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই চুপ কর্। এই ছেলেটিই হ'চ্ছে সকল নষ্টের গোড়া। কি আছুরে ছেলেই কচ্ছিস্ ছোটবৌ। শেষে টের পাবি। তখন কাঁদ্‌বি, আর বলবি, হ্যাঁ, দিদি বলেছিল বটে।

বিন্দু ফিস্ ফিস্ করিয়া অমূল্যকে শিখাইয়া দিল, অমূল্য চেঁচাইয়া বলিল, তুমি যাও না দিদি—ছোটমা রূপকথা বলচে।

অন্নপূর্ণা ধমকাইয়া বলিলেন, ভাল চাস্ ত উঠে আয় ছোটবৌ। না হ'লে, কাল তোদের দুজনকে না বিদেয় করি ত আমার নামই অন্নপূর্ণা নয়, বলিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মাধব জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার তোমাদের হ'ল কি?

বিন্দু বলিল, দিদি রাগলে যা হয় তাই। আজ অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম, ছেলেপুলের ঘর জাঁতি-টাঁতিগুলো একটু সাবধান ক'রে রেখো—তাই এত কাণ্ড হ'চ্ছে।

মাধব বলিল, আর গোলমাল ক'রো না, যাও! বৌঠান যেমন ক'রে পা ফেলে বেড়াচ্ছেন, দাদা এখনি উঠে পড়বেন।

বিন্দু অমূল্যকে কোলে তুলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

তিন

এক মায়ের দুই ছেলে, জননীকে আশ্রয় করিয়া যেমন বাড়িয়া উঠিতে থাকে, দুইটি মাতা তেমনি একটি মাত্র সন্তানকে আশ্রয় করিয়া আরো ছয় বৎসর কাটাইয়া দিলেন। অমূল্য এখন বড় হইয়াছে, সে এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ঘরে মাষ্টার নিযুক্ত আছেন, তিনি সকাল-বেলা পড়াইয়া যাইবার পর

অমূল্য খেলা করিতে বাহির হইয়াছিল। আজ রবিবার স্কুল ছিল না।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ছোটবৌ কি করি বল ত?

বিন্দু তাহার ঘরের মেঝের উপর আলমারি উজাড় করিয়া অমূল্যর পোষাক বাছিতেছিল, সে কাকার সহিত কোন্ মক্কেলের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবে। বিন্দু মুখ না তুলিয়া বলিল, কিসের দিদি?

তাহার মেজাজটা কিছু অপ্রসন্ন। অন্নপূর্ণা রকমারি পোষাকের বাহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তাহার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিলেন না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি সমস্তই অমূল্যর পোষাক নাকি?

বিন্দু বলিল, হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কত টাকাই না তুই অপব্যয় করিস। এর একটার দামে গরীবের ছেলের সারা বছরের কাপড়-চোপড় হ'তে পারে।

বিন্দু বিরক্ত হইল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, তা পারে। কিন্তু গরীবে বড়লোকে একটু তফাৎ থাকেই, সে জন্য দুঃখ ক'রে কি হবে দিদি?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, তা হোক বড়লোক, কিন্তু তোর সব কাজেই একটু বাড়াবাড়ি আছে।

বিন্দু মুখ তুলিয়া বলিল, কি বল্‌তে এসেছ, তাই বল না দিদি, এখন আমার সময় নাই।

তোমার সময় আর কখন থাকে ছোটবৌ! বলিয়া তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভৈরব অমূল্যকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিল। সে ঘণ্টাখানেক পরে তাহাকে খুঁজিয়া আনিল।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোথা ছিলি এতক্ষণ?

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল।

ভৈরব বলিল, ও-পাড়ার চাষাদের সঙ্গে ডাং-গুলি খেলছিল।

এই খেলাটায় বিন্দুর বড় ভয় ছিল, তাই নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, বলিল, ডাংগুলি খেলতে তোকে মানা করিচি না ?

অমূল্য ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া বলিল, আমি দাঁড়িয়েছিলুম তারা জোর ক'রে আমাকে—

জোর ক'রে তোমাকে ? আচ্ছা, এখন যাও, তারপর হবে। বলিয়া তাহাকে পোষাক পরাইতে লাগিল।

মাস দুই পূর্ব্বে অমূল্যর পৈতা হইয়াছিল, সে নেড়ামাথায় জরির টুপি পরিতে ভয়ঙ্কর আপত্তি করিল। কিন্তু বিন্দু ছাড়িবার লোক নয়, সে জোর করিয়া পরাইয়া দিল; অমূল্য নেড়া-মাথায় জরির টুপি পরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। মাধব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলিলেন আর ওর কত দেরি হবে গো ?

পরক্ষণেই অমূল্যর দিকে দৃষ্টি পড়িতে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বাঃ—এই যে মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হ'য়েছেন।

অমূল্য লজ্জায় টুপিটা ফেলিয়া দিয়া খাটের উপর গিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

বিন্দু রাগিয়া উঠিল। বলিল, একে ছেলেমানুষ কাঁদছে, তার উপর তুমি—

মাধব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কাঁদিস্‌নে অমূল্য, ওঠ, লোকে পাগল বলে ত আমায় বলবে, তুই আয়।

ঠিক এই কথাটাই ইতিপূর্বে আর একদিন হইয়া গিয়াছিল এবং বিন্দু তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সেই কথাটার পুনরাবৃত্তিতে সে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিল, আমি সব কাজ পাগলের মত করি, না ? বলিয়া উঠিয়া গিয়া অমূল্যকে তুলিয়া আনিয়া পাখার বাঁটের বাড়ি ঘা-কতক দিয়া দামী মখমলের পোষাক টানিয়া খুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

মাধব ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়া গিয়া অন্নপূর্ণাকে সংবাদ দিলেন, মাথায় ভূত চেপেছে বৌঠান, একবার যাও।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, বিন্দু সমস্ত পোষাক খুলিয়া লইয়া একটা সাধারণ বস্ত্র পরাইয়া দিতেছে, অমূল্য ভয়ে বিবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বেশ ত হয়েছিল ছোটবৌ, খুললি কেন?

বিন্দু অমূল্যকে ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি বড়গিন্নী, সামনে থেকে একটু যাও, তোমাদের পাঁচজনের মধ্যস্থতার জ্বালায় ওর প্রাণটাই মার খেয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা বাক্‌শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিন্দু অমূল্যর একটা কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ঘরের এক কোণে দাঁড় করিয়া দিয়া বলিল, যেমন বজ্জাত ছেলে তুমি, তেমনি তোমার শাস্তি হওয়া চাই। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থাক। দিদি বাইরে এস। আমি দোর বন্ধ করব। বলিয়া বাহিরে আসিয়া শিকল তুলিয়া দিল।

বেলা তখন প্রায় একটা বাজে, অন্নপূর্ণা আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, হ্যাঁ ছোটবৌ, সত্যি আজ তুই অমূল্যকে খেতে দিবি নে? তার জন্য কি বাড়ী সুদ্ধ লোক উপোস করে থাকবে?

বিন্দু জবাব দিল, বাড়ী-সুদ্ধ লোকের ইচ্ছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, এ তোর কি রকম কথা ছোটবৌ! বাড়ীর মধ্যে ঐ একটি ছেলে, সে উপোস ক'রে থাক্‌লে—তোর আমার কথা ছেড়ে দে, দাসী-চাকরেই বা মুখে ভাত তোলে কি ক'রে বল্‌ দেখি!

বিন্দু জিদ করিয়া বলিল, তা আমি জানিনে।

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন তর্ক করিয়া আর লাভ হইবে না, বলিলেন, আমি বলচি বড়বোনের কথাটা রাখ। আজ তাকে মাপ কর। তা ছাড়া পিত্তি প'ড়ে অসুখ হ'লে তোকেই ভুগতে হবে।

বেলার দিকে চাহিয়া বিন্দু নিজেই নরম হইয়া আসিতেছিল, কদমকে ডাকিয়া বলিল, যা নিয়ে আয় তাকে। কিন্তু তোমাদেরও বলে রাখছি দিদি, ভবিষ্যতে আমার কথায় কথা কইলে ভাল হবে না।

গোলযোগটা এখানেই সেদিনকার মত থামিয়া গেল।

ছোটভাইয়ের ওকালতিতে পসার হওয়ার পর হইতে যাদব চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া নিজের বিষয়-আশয় দেখিতেছিলেন। ছোটবধূর দরুন হাতে যে দশ হাজার টাকা ছিল, তাহাও সুদে খাটাইয়া প্রায় দ্বিগুণ করিয়াছিলেন। সেই টাকার কিয়দংশ লইয়া এবং মাধবের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া তিনি গত বৎসর হইতে প্রায় পোয়াটাক পথ দূরে একখানি বড় রকমের বাড়ী ফাঁদিয়াছিলেন। দিন-দশেক হইল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কথা ছিল, দুর্গাপূজার পরে ভাল দিন দেখিয়া সকলেই তথায় উঠিয়া যাইবেন। তাই একদিন যাদব আহারে বসিয়া ছোটবৌকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার বাড়ী ত তৈরি হ'ল মা,

বিন্দুর একটা অভ্যাস ছিল, সে সহস্র কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও ভাসুরের খাবার সময় দরজার আড়ালে বসিয়া থাকিত। ভাসুরকে সে দেবতার মতই ভক্তি করিত—সকলেই করিত। বলিল, আর কিছু বাকি নেই।

যাদব হাসিয়া বলিলেন, না দেখেই রায় দিলে মা। আচ্ছা, ভাল কথা। তবে আরো একটি কথা আছে। আমার ইচ্ছে হয়, আত্মীয়-স্বজন আমাদের যে যেখানে আছেন, সকলকেই এক ক'রে একটি সুদিন দেখে উঠে যাই, গিয়ে গৃহদেবতার পূজা দিই, কি বল মা!

বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল, দিদিকে বলি, তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

যাদব বলিলেন তা বল! কিন্তু তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী, মা! তোমার ইচ্ছাতেই কাজ হবে।

অন্নপূর্ণা অদূরেই বসিয়াছিলেন, হাসিয়া বলিলেন, তবু তোমার মা-লক্ষ্মীট যদি একটু শান্ত হতেন।

যাদব বলিলেন, শান্ত আবার কি বড়বৌ, মা আমার জগদ্ধাত্রী! বরও দেন, আবশ্যক হ'লে খাঁড়াও ধরেন। ওই ত আমি চাই! মাকে এনে অবধি সংসারে আমার এতটুকু দুঃখ কষ্ট নেই।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে কথা তোমার সত্যি। ও আস্‌বার আগের দিনগুলো এখন মনে করলেও ভয় হয়!···

বিন্দু লজ্জা পাইয়া সে কথা চাপা দিয়া বলিল, আপনি সকলকে আনান। আমাদের ও-বাড়ী বেশ বড়, কারো কোন কষ্ট হবে না। ইচ্ছে করলে তাঁরা দুমাস থাক্‌তেও পারবেন।

যাদব বলিলেন, তাই হবে মা, কালই আমি আনবার বন্দোবস্ত করব।

চার

ইহাদের পিসতুত বোন এলোকেশীর অবস্থা ভাল ছিল না! যাদব তাঁহাকে প্রায়ই অর্থ সাহায্য করিয়া পাঠাইতেন। কিছুদিন হইতে এলোকেশী তাঁহার পুত্র নরেনকে এইখানে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার ইচ্ছা জানাইয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন, এমন সময় তিনি ছেলে লইয়া উত্তরপাড়া হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্বামী প্রিয়নাথ সেখানে কি করিতেন, তাহা ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না, দিনদুয়ের মধ্যে তিনিও আসিয়া পড়িলেন। নরেনের বয়স ষোল সতের। সে চওড়া পাড়ের কাপড় কের দিয়া পরিত এবং দিনের মধ্যে আট-দশবার চুল আঁচড়াইত। টেরিটা তাহার বাস্তবিক একটা দেখিবার বস্তু ছিল। আজ সন্ধ্যার পর রান্নাঘরের বারান্দায় সকলে একত্রে বসিয়াছিলেন এবং এলোকেশী তাঁহার পুত্রের অসাধারণ রূপ-গুণের পরিচয় দিতেছিলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোন ক্লাসে পড় তুমি?

নরেন বলিল, ফোর্থ ক্লাসে। রয়েল রীডার, গ্রামার, জিয়োগ্রাফি, এরিথ্‌মেটিক, আরো কত কি, ডেসিমেল্‌-টেসিমেল্‌ ও-সব তুমি বুঝবে

না মামি।

এলোকেশী সগর্বে পুত্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বিন্দুকে বলিলেন সেকি এক-আধখানা বই ছোটবৌ? বইয়ের পাহাড়! কাল বইগুলো বাক্স থেকে বার ক'রে তোমার মামিদের একবার দেখিও ত বাবা।

নরেন ঘাড়-নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা দেখাব।

বিন্দু বলিল, পাশ করতে এখনো ত দেরি আছে।

এলোকেশী বলিলেন, দেরি কি থাক্‌ত ছোটবৌ, দেরি থাক্‌ত না। এতদিন একটা কেন, চারটে পাশ ক'রে ফেল্‌তো। শুধু মুখপোড়া মাষ্টারের জন্যেই হচ্ছে না। তার সর্বনাশ হোক, বাছাকে সে যে কি বিষ নজরেই দেখেছে, তা সেই জানে। ওকে কি তুলে দিচ্চে? দিচ্চে না। হিংসে ক'রে বছরের পর বছর একটা কেলাসেই ফেলে রেখেছে।

বিন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, কৈ এ রকম ত হয় না।

এলোকেশী বলিলেন, হচ্চে আবার হয় না। মাষ্টারগুলো সব একজোট হ'য়ে ঘুষ চায়, আমি গরীব মানুষ, ঘুষের টাকা কোথা থেকে যোগাই বলত?

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল, অন্নপূর্ণা আন্তরিক দুঃখিত হইয়া বলিলেন এমন ক'রে কি কখন মানুষের পিছনে লাগতে আছে? সেটা কি ভাল কাজ? কিন্তু আমাদের এখানে ও-সব নেই। আমাদের অমূল্য ত ফি বছর ভাল ভাল প্রাইজের বই ঘরে আনে কিন্তু কখ্‌খন ঘুষ-টুষ দিতে হয় না।

এই সময় অমূল্য কোথা হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে তাহার ছোটমার কোলে গিয়া বসিল। আসিয়াই গলা ধরিয়া কানে কানে বলিল কাল রবিবার ছোটমা আজ মাষ্টার মশাইকে যেতে বলে দাও না।

বিন্দু হাসিয়া বলিল এই যে ছেলেটি দেখচ ঠাকুরঝি এটি গল্প

পেলে আর উঠবে না—কদম মাষ্টারমশাইকে বলে দে অমূল্য আজ আর পড়বে না।

নরেন আশ্চর্য হইয়া বলিল ও কি রে অমূল্য অত বড় ছেলে এখনও মেয়েমানুষের কোলে গিয়ে বসিস ?

বিন্দু হাসিয়া বলিল শুধু এই বুঝি ? এখনও রাত্তিরে—

অমূল্য ব্যাকুল হইয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল ব'লো না ছোটমা ব'লো না।

বিন্দু বলিল না, কিন্তু অন্নপূর্ণা বলিয়া দিলেন। বলিলেন, এখনো ও রাত্তিরে ছোটমার কাছে শোয়।

বিন্দু বলিল, শুধু শোয় দিদি, এখনো সমস্ত রাত্তির বাহুড়ের মত আঁকড়ে ধরে ঘুমোয়।

অমূল্য লজ্জায় তাহার ছোটমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিল।

নরেন কহিল, ছি, ছি, তুই কি রে! তুই ইংরাজী পড়িস ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, পড়ে বৈ কি। ইস্কুলে ও ত ইংরাজীই পড়ে।

নরেন বলিল, ইস্, ইংরাজী পড়ে! কই, 'ইন্‌জিন' বানান করুক্ ত দেখি ? তা আর করতে হয় না।

এলোকেশী বলিলেন, ও-সব শক্ত কথা, ও কি ছেলেমানুষে পারে ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কই অমূল্য বানান কর না।

অমূল্য কিন্তু কিছুতেই মুখ তুলিল না।

বিন্দু তাহার মাথাটা একবার বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তোমরা সবাই মিলে ওকে লজ্জা দিলে ও আর কি ক'রে বানান করে ?

তারপর এলোকেশীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও আমার আসচে বছর পাশ দেবে। আমাদের মাষ্টারমশাই বলেছেন, ও কুড়ি টাকা জলপানি পাবে। ও সেই টাকা দিয়ে ওর কাকার মত একটা ঘোড়া কিনবে।

কথাটা সত্য হইলেও পরিহাসচ্ছলে সবাই হাসিতে লাগিলেন।

এলোকেশী বিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমার নরেন্দ্রনাথ শুধু কি লেখা-পড়াতেই ভাল, ও এম্‌নি থিয়েটারে অ্যাক্টো করে যে, লোকে শুনে আর চোখে জল রাখতে পারে না। সেই সীতা সেজে কি রকমটি ক'রে ব'লেছিলে, একবার মামিদের শুনিয়ে দাও ত বাবা!

নরেন তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোড় করিয়া উচ্চ নাকিস্বরে সুর করিয়া আরম্ভ করিয়া দিল আর্য্যপুত্র! কি কুক্ষণে দাসী তব—

বিন্দু ব্যাকুল হইয়া উঠিল—ওরে থাম্ থাম্, চুপ কর, বঠ্‌ঠাকুর ওপরে আছেন।

নরেন চমকিয়া চুপ করিল।

অন্নপূর্ণা ঐটুকু শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন শুনলেই বা, ঠাকুর-দেবতার কথা, এ-ত ভাল কথা ছোটবৌ।

বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে শোন ঠাকুর দেবতার কথা, আমরা উঠে যাই।

নরেন বলিল, আচ্ছা, তবে থাক, আমি সাবিত্রীর পার্ট করি।

বিন্দু বলিল, না।

এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া এতক্ষণে অন্নপূর্ণার চৈতন্য হইল যে, ব্যাপারটা অনেক দূরে গিয়াছে এবং এইখানেই তার শেষ হইবে না। এলোকেশী নূতন লোক, তিনি ভিতরের কথা বুঝিলেন না, বলিলেন, আচ্ছা, এখন থাক। পুরুষেরা বেরিয়ে গেলে সে একদিন দুপুর বেলা হ'তে পারবে। আহা, গান বাজনাই কি ও কম শিখেছে? দময়ন্তীর সেই কেঁদে কেঁদে গানটি একবার বলিস ত বাবা, তোর মামিরা শুনলে আর ছাড়তে চাইবে না।

নরেন বলিল, একনি বল্‌ব?

রাগে বিন্দুর সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল, সে কথা কহিল না।

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, গান-টান এখন

কাজ নেই।

নরেন বলিল, আচ্ছা গানটা আমি অমূল্যকে শিখিয়ে দেব। আমি বাজাতে জানি। ত্রেকেটা তাক, বাজনা বড় শক্ত মামি; আচ্ছা, ঐ পেতলের হাঁড়িটা একবার দাও ত দেখিয়ে দিই।

বিন্দু অমূল্যকে উঠিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল, যা অমূল্য ঘরে গিয়ে পড়্‌গে।

অমূল্য মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল, তাহার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, চুপি চুপি বলিল, আরো একটু বোস না ছোটমা।

বিন্দু কোন কথা না বলিয়া তাহাকে তুলিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল। সহসা সে কেন যে অমন করিয়া গেল অন্নপূর্ণা তাহা বুঝিলেন এবং পাছে সঙ্গদোষে অমূল্য বিগড়াইয়া যায় এই ভয়ে নরেনের এইখানে থাকিয়া লেখাপড়াও যে সে পছন্দ করিবে না ইহা সুস্পষ্ট বুঝিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন বাবা নরেন তোমার ছোটমামির সামনে ঐ অ্যাক্টো-ট্যাক্টোগুলো আর ক'রো না। ও রাগী মানুষ ওসব ভালবাসে না।

এলোকেশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছোটবৌ ও-সব ভালবাসে না বুঝি? তাই অমন করে উঠে গেল বটে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, হ'তেও পারে। আরো একটা কথা বাবা, তুমি খাবে-দাবে পড়াশুনা কর্‌বে—যাতে মায়ের দুঃখ ঘোচে, সেই চেষ্টা কর্‌বে, তুমি অমূল্যর সঙ্গে বেশি মিশো না বাবা। ও ছেলেমানুষ তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

কথাটা এলোকেশীর ভাল লাগিল না। বলিলেন, সে ত ঠিক কথা, ও গরীবের ছেলে, ওর গরীবের মত থাকাই উচিত। তবে যদি বললে, ত বলি বড়বৌ, অমূল্যটিই তোমার কচি খোকা, আর আমার নরেনই কি বুড়ো? এক আধ বছরের ছোট বড়কে আর বড় বলে না। আর ও-কি কখনও বড়লোকের ছেলে চোখে দেখে নি গা, এইখানে এসে দেখচে। ওদের থিয়েটায়ের দলে কত রাজা-রাজড়ার

ছেলে রয়েচে যে।

অন্নপূর্ণা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না ঠাকুরঝি, সে কথা বলি নি—আমি বলচি—

আবার কি ক'রে বল্‌বে বড়বৌ? আমরা বোকা বলে কি এতই বোকা যে এ কথাটাও বুঝি নি! তবে দাদা নাকি বললেন নরেন এইখানেই লেখা-পড়া করবে তাই আনা, নইলে আমাদের কি দিন চলছিল না?

অন্নপূর্ণা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন ভগবান জানেন ঠাকুরঝি, আমি সে কথা বলি নি-আমি বলচি কি, এই যাতে মায়ের দুঃখকষ্ট ঘোচে যাতে—

এলোকেশী বলিলেন আচ্ছা তাই তাই। যা নরেন তুই বাইরে গিয়ে বস্ গে, বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশিস্ নে। বলিয়া ছেলেকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া নিজেও চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা ঝড়ের মত বিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলেন হ্যাঁ লা, তোর জন্যে কি কুটুম্ব কুটুম্বিতেও বন্ধ করতে হবে? কি ক'রে চলে এলি বল ত?

বিন্দু অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, কেন বন্ধ করতে হবে দিদি আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে তুমি মনের সুখে ঘর কর আমি ছেলে নিয়ে পালাই এই!

পালাবি কোথায় শুনি?

বিন্দু কহিল যাবার দিনে তোমায় ঠিকানা ব'লে যাব ভেবো না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন সে আমি জানি। যাতে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে পারব না সে তুই না করেই ছাড়বি? চিরকালটা এই বৌ নিয়ে আমার হাড় মাস জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন মাধবকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন না ঠাকুরপো তোমরা আর কোথাও গিয়ে থাক গে না হয় ঐ বৌটিকে বিদেয় কর, আমি আর রাখতে পারব না আজ তা

স্পষ্ট বলে গেলুম বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মাধব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ব্যাপার কি ?

বিন্দু বলিল জানি নে, বড়গিন্নী বলেচে, দাও আমাদের বিদেয় ক'রে।

মাধব আর কিছু বলিল না। টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পাঁচ

ঠাকুরঝি দেখিতে বোকার মত ছিলেন কিন্তু সেটা ভুল। তিনি যেই দেখিলেন নিঃসন্তান ছোটবৌর অনেক টাকা তিনি তক্ষুণি সে দিকে ঢলিলেন এবং প্রতি রাত্রে স্বামী প্রিয়নাথকে একবার করিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, তোমার জন্যই আমার সব গেল। তোমার কাছে মিছামিছি পড়ে না থেকে, এখানে থাকলে আজ আমি রাজার মা। আমার সোনার চাঁদ ফেলে কি আর ঐ কাল ভূতের মত ছেলেটাকে ছোটবৌ—বলিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের দ্বারা ঐ কাল ভূতের সমস্ত পরমায়ুটা নিঃশব্দে উড়াইয়া দিয়া 'গরীবের ভগবান আছেন' বলিয়া উপসংহার করিয়া চুপ করিয়া শুইতেন। প্রিয়নাথও মনে মনে নিজের বোকামির জন্য অনুতাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমনি করিয়া এই দম্পতিটির দিন কাটিতেছিল এবং ছোটবৌর প্রতি ঠাকুরঝির স্নেহ-প্রীতি বন্যার মত ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

আজ দুপুর-বেলা তিনি বলিতেছিলেন, অমন মেঘের মত চুল ছোটবৌ কিন্তু কোন দিন বাঁধতে দেখলুম না। আজ জমিদারের বাড়ীর মেয়েরা বেড়াতে আসবে, এস মাথাটা বেঁধে দিই।

বিন্দু বলিল, না ঠাকুরঝি, আমি মাথায় কাপড় রাখতে পারি নে, ছেলে বড় হ'য়েছে—দেখতে পাবে।

ঠাকুরঝি অবাক হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা ছোটবৌ? ছেলে বড় ব'লে এ'স্ত্রী মানুষ চুল বাঁধবে না? আমার নরেন্দ্রনাথ ত শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আরো ছ'মাস-বছরেকের বড়, তাই বলে কি মাথা-বাঁধা ছেড়ে দেব!

বিন্দু বলিল, তুমি ছাড়বে কেন ঠাকুরঝি, নরেন বরাবর দেখে আসছে, ওর কথা আলাদা, কিন্তু অমূল্য হঠাৎ আজ আমায় মাথায় খোঁপা দেখলে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে! হয়ত চেঁচামেচি করবে, না কি করবে—ছি ছি, সে ভারি লজ্জার কথা হবে।

অন্নপূর্ণা হঠাৎ সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, বিন্দুর দিকে চাহিয়া সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোর চোখ ছল্ ছল্ করচে কের রে ছোটবৌ? আয় ত গা দেখি।

বিন্দু এলোকেশীর সামনে ভারি লজ্জা পাইয়া বলিল, কি রোজ রোজ গা দেখবে! আমি কি কচি খুকি, অসুখ ক'রলে টের পাব না?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, না তুই বুড়ি। কাছে আয়; ভাদ্দর আশ্বিন মাস দিনকাল বড় খারাপ।

বিন্দু বলিল, কখনও যাব না। বলচি কিছু হয়নি, বেশ আছি, তবু কাছে আয়।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, দেখিস ভাঁড়াস নে যেন? বলিয়া সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন।

এলোকেশী বলিল, বড়বৌর যেন একটু বায়ের ছিট্ আছে, না?

বিন্দু এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ঐ রকম ছিট্ যেন সকলের থাকে ঠাকুরঝি!

এলোকেশী চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা কি একটা হাতে লইয়া সে পথেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন, বিন্দু ডাকিয়া বলিল, দিদি, শোন শোন, খোঁপা বাঁধবে?

অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া এলোকেশীকে বলিলেন, আমি কত ব'লেচি ঠাকুরঝি

ওকে বলা মিছে, অত চুল—বাঁধবে না, অত কাপড় গয়না—তা পরবে না, অত রূপ—তা একবার চেয়ে দেখবে না, ওর সব ছিষ্টিছাড়া মতিবুদ্ধি। ছেলেও হ'চ্ছে তেমনি। সেদিন অমূল্য আমাকে কি বললে জানিস, ছোটবৌ? বলে ভাল কাপড় জামা প'রে কি হয়? ছোটমার ত অত আছে, পরে কি?

বিন্দু সগর্বে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, তবে দেখ দিদি, ছেলেকে দশের একজন ক'রে তুলতে হ'লে মায়ের এই রকম ছিষ্টিছাড়া মতি-বুদ্ধির দরকার কি না? যদি ততদিন বেঁচে থাক দিদি, তা হলে দেখতে পাবে, দেশের লোকে দেখিয়ে বলবে—ঐ অমূল্যের মা। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল।

অন্নপূর্ণা তাহা দেখিতে পাইয়া সস্নেহে বলিলেন, সেই জন্যেই ত তোর ছেলের সম্বন্ধে আমরা কোন কথা কই নে। ভগবান তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুণ, কিন্তু ঐ ছেলে বড় হবে, দশের একজন হবে অত আশা আমরা মনেও ঠাঁই দিই নে।

বিন্দু আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, কিন্তু ঐ একটি আশা নিয়ে আমি বেঁচে আছি দিদি! বাপ রে! সহসা তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া লঠিল, সে লজ্জিত হইয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, না দিদি, ও আশায় যদি কোন দিন ঘা পড়ে ত আমি পাগল হ'য়ে যাব।

অন্নপূর্ণা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি ছোট-জায়ের মনের কথাটা যে জানিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার এমন উগ্র প্রতিচ্ছবি কোনদিন নিজের মধ্যে এমন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করেন নাই! আজ তাঁহার চৈতন্য হইল, কেন বিন্দু অমুল্য সম্বন্ধে এমন যক্ষের মত সজাগ, এমন প্রেতের মত সতর্ক। নিজের পুত্রের এই সর্ব্বমঙ্গলাকাঙ্খিনীর মুখের দিকে চাহিয়া অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধার মাধুর্য্যে তাঁহার মাতৃহৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।

ঠাকুরঝি বলিলেন, তা হোক ছোটবৌ, আজকে তোমার—

বিন্দু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল,হাঁ ঠাকুরঝি, আজ দিদির মাথাটা বেঁধে দাও—এ বাড়ীতে ঢুকে পর্য্যন্ত কখন দেখি নি। বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকাল-বেলা বাটীর পুরাতন নাপিত, যাদবের ক্ষৌর-কর্ম্ম করিয়া উপর হইতে নামিয়া যাইতেছিল, অমূল্য আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল, কৈলাসদা, নরেনদার মত চুল ছাঁটতে পার ?

নাপিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি রকম দাদাবাবু!

অমূল্য নিজের মাথায় নানাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, দেখ, এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা, আর এই ঘাড়ের কাছে একেবারে ছোট ছোট। পারবে ছাঁটতে ?

নাপিত হাসিয়া বলিল, না দাদা, ও আমার বাবা এলেও পারবে না।

অমূল্য ছাড়িল না। সাহস করিয়া কহিল, শক্ত নয়, কৈলাসদা, এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা—

নাপিত নিষ্কৃতি লাভের উপায় করিয়া বলিল, কিন্তু আজ কি বার ? তোমার ছোটমা হুকুম না দিলে ত ছাঁটতে পারিনে দাদা!

অমূল্য বলিল, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি জেনে আসি। বলিয়া এক পা গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা, তোমার ছাতিটা একবার দাও, না হ'লে তুমি পালিয়ে যাবে। বলিয়া জোর করিয়া সে তাহার ছাতিটা টানিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছোটমা শীগগির একবার এস ত ?

ছোটমা সবে স্নান সারিয়া আহ্নিকে বসিতেছিল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওরে ছুঁস্ নে, আহ্নিক কচ্চি।

আহ্নিক পরে ক'রো ছোটমা, একটিবার বাইরে এসে হুকুম দিয়ে যাও, নইলে চুল ছেঁটে দেয় না, সে দাঁড়িয়ে আছে।

বিন্দু কিছু আশ্চর্য্য হইল। তাহার চুল ছাঁটাইবার জন্য চিরদিন

মারামারি করিতে হয়, আজ সে কেন স্বেচ্ছায় চুল ছাঁটিতে চাহিতেছে বুঝিতে না পারিয়া সে বাহিরে আসতেই নাপিত কহিল, বড় শক্ত ফরমাস হয়েছে মা, নরেনবাবুর মত বার আনা, ছ আনা, তিন আনা, দু আনা, এক আনা ছাঁটতে হবে, ও কি আমি পারব ?

অমূল্য বলিল, খুব পারবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নরেনদাকে ডেকে আনি, বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। নরেন বাড়ী ছিল না, খানিক খোঁজাখুঁজি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সে নেই, আচ্ছা নেই থাকল, ছোটমা তুমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দাও—বেশ ক'রে দেখো—এইখানে বার আনা, এইখানে দু আনা, আর এইখানে খুব ছোট। তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিন্দু হাসিয়া বলিল, আমি এখন আহ্নিক কর্‌ব যে রে ?

আহ্নিক পরে ক'রো, নইলে ছুঁয়ে দেব।

বিন্দুকে অগত্যা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

নাপিত চুল কাটিতে লাগিল। বিন্দু চোখ টিপিয়া দিল। সে সমস্ত চুল সমান করিয়া কাটিয়া দিল। অমূল্য মাথায় হাত বুলাইয়া খুশি হইয়া বলিল, এই ঠিক হয়েচে। বলিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

নাপিত ছাতি বগলে করিয়া বলিল, কিন্তু মা কাল এ বাড়ী ঢোকা আমার শক্ত হবে।

বামুনঠাকরুণ ভাত দিয়া ডাকাডাকি করিতেছিল ; বিন্দু রান্নাঘরের একধারে বসিয়া বাটিতে দুধ সাজাইতে সাজাইতে শুনিতে পাইল, অমূল্য বাড়ীময় কাকার চুল আঁচড়াইবার বুরুশ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। খানিক পরেই সে কাঁদিয়া আসিয়া বিন্দুর পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—কিচ্ছু হয় নি ছোটমা। সব খারাপ ক'রে দিয়েছে —কাল তাকে আমি মেরে ফেলব। বিন্দু আর হাসি চাপিতে পারিল না। অমূল্য পিঠ ছাড়িয়া দিয়া রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি কি কানা ? চোখে দেখ্‌তে পাও না ?

অন্নপূর্ণা কান্নাকাটি শুনিয়া ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তার আর কি, কাল ঠিক ক'রে কেটে দিতে বলব।

অমূল্য আরো রাগিয়া গিয়া বলিল, কি ক'রে বার আনা হবে? এখানে চুল কই? অন্নপূর্ণা তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, বার আনা না হোক, আট আনা দশ আনা হ'তে পারবে।

ছাই হবে। আট আনা দশ আনা কি. ফ্যাসান? নরেনদাকে জিজ্ঞেস কর, বার আনা চাই। সেদিন অমূল্য ভাল করিয়া ভাত খাইল না, ফেলিয়া-ছড়াইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, তোর ছেলের টেরি বাগাবার সখ হ'ল কবে থেকে রে।

বিন্দু হাসিল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দিদি তুচ্ছ কথা তাই হাসচি বটে, কিন্তু আমার বুক শুকিয়ে যাচ্চে—সব জিনিসের সুরু এমনি ক'রেই হয়।

অন্নপূর্ণা আর কথা কহিতে পারিলেন না।

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। ও পাড়ায় জমিদারের বাড়ীতে আমোদ-আহ্লাদের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। দুই দিন পূর্ব হইতে নরেন তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেল। সপ্তমীর রাত্রে অমূল্য আসিয়া ধরিল ছোটমা, যাত্রা হ'চ্ছে দেখতে যাব? ছোটমা বলিল, হচ্ছে না হবে রে?

অমূল্য বলিল, নরেনদা বলচে তিনটে থেকে সুরু হবে।

এখন থেকে সমস্ত রাত্তির হিমে পড়ে থাকবি? সে হবে না। কাল সকালে তোর কাকার সঙ্গে যাস খুব ভাল জায়গা পাবি। অমূল্য কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, না পাঠিয়ে দাও। কাকা হয়ত যাবেন না, হয়ত কত বেলায় যাবেন।

বিন্দু বলিল, তিনটে চারটের সময় যাত্রা সুরু হ'লে চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন শো।

অমূল্য রাগ করিয়া শয্যার এক প্রান্তে গিয়া দেওয়ালের দিকে

মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল।

বিন্দু টানিতে গেল, সে হাত সরাইয়া দিয়া শক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। তারপর কিছুক্ষণের নিমিত্ত সকলেই বোধ করি একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—বাহিরের বড় ঘড়ির শব্দে অমূল্যর উদ্বিগ্ন নিদ্রা ভাঙিয়া গেল, সে উৎকর্ণ হইয়া গনিতে লাগিল। একটা দুটো—তিনটে—চারটে—ধড়ফড় করিয়া সে উঠিয়া বসিয়া বিন্দুকে সজোরে নাড়া দিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, ওঠ ওঠ ছোটমা, তিনটে চারটে বেজে গেল। বাহিরের ঘড়িতে বাজিতে লাগিল পাঁচটা—ছটা—সাতটা—আটটা—অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সাতটা বেজে গেল, কখন যাব? বাহিরের ঘড়িতে তখনও বাজিতে লাগিল—নটা—দশটা—এগারটা—বারটা। বাজিয়া থামিল। অমূল্য নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া শুইল। ঘরের ওধারে খাটের উপর মাধব শয়ন করিত, চেঁচামেচিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

উচ্চ হাস্য করিয়া মাধব বলিল, অমূল্য কি হলো রে? অমূল্য লজ্জায় সাড়া দিল না। বিন্দু হাসিয়া বলিল, ও যে ক'রে আমাকে তুলেচে, ঘরে দোরে আগুন ধ'রে গেলেও মানুষ এমন ক'রে তোলে না।

অমূল্য নিস্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া তাহার দয়া হইল; সে বলিল, আচ্ছা যা কিন্তু কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিস্ নে।

তারপর ভৈরবকে ডাকিয়া আলো দিয়া পাঠাইয়া দিল। পরদিন বেলা দশটার সময় যাত্রা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে অমুল্য ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাকাকে দেখিয়াই বলিল, কৈ গেলেন না আপনি?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলি রে?

বেশ যাত্রা ছোটমা। কাকা, আজ সন্ধ্যার সময় আবার চমৎকার খ্যামটা নাচ হবে। কলকাতা থেকে দুজন এসেচে, নরেনদা তাদের দেখেচে, ঠিক ছোটমার মত—খুব ভাল দেখতে—তারা নাচবে, বাবাকেও ব'লেচি।

বেশ ক'রেচ, বলিয়া মাধব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাগে বিন্দুর সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—তোমার গুণধর ভাগ্নের কথা শোন।

অমূল্যকে কহিল, তুই একবারও আর ওখানে যাবি না—হতচ্ছাড়া বজ্জাত ; কে বললে আমার মত, নরেন ?

অমূল্য ভয়ে ভয়ে বলিল, হ্যাঁ সে দেখচে যে।

কৈ নরেন ? আচ্ছা, আসুক সে।

মাধব হাসি দমন করিয়া বলিল, পাগল তুমি ? দাদা শুনেছেন, আর গোলমাল ক'রো না। কাজেই বিন্দু কথাটা নিজের মধ্যে পরিপাক করিয়া রাগে পুড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অমূল্য আসিয়া অন্নপূর্ণাকে ধরিয়া বসিল, দিদি, পূজো-বাড়ীতে নাচ দেখতে যাব। দেখে, এখনি ফিরে আসব।

অন্নপূর্ণা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর্ গে।

অমূল্য জিদ করিতে লাগিল, না দিদি, এক্ষণি ফিরে আসব, তুমি বলত যাই।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, না রে না, সে রাগী মানুষ, তাকে ব'লে যা।

অমূল্য কাঁদিতে লাগিল, কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল —তুমি ছোটমাকে ব'লো না ! আমি নরেনদার সঙ্গে যাই—এখনি ফিরে আসব।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সঙ্গে যদি যাস্ ত—

অমূল্য কথাটা শেষ করিবার সময়ও দিল না, এক দৌড়ে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে অন্নপূর্ণার কানে গেল, বিন্দু খোঁজ করিতেছে। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। খোঁজাখুঁজি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি নাচ হবে, নরেনের সঙ্গে তাই দেখতে গেছে—এখনি আসবে, তোর কোন ভয় নাই।

বিন্দু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে যেতে ব'লেছে, তুমি ?

অমূল্য যে সম্মতি না লইয়াই গিয়াছে, এ কথা অন্নপূর্ণা ভয়ে স্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন এক্ষুণি আসবে

বিন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে অমূল্য বাড়ী ঢুকিয়া যেই শুনিল ছোটমা ডাকিতেছে, সে গিয়া তাহার শয্যার একধারে শুইয়া পড়িল।

প্রদীপের আলোকে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া যাদব ভাগবত পড়িতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি রে অমূল্য ?

অমূল্য সাড়া দিল না।

কদম আসিয়া বলিল, ছোটমা ডাক্‌চেন, এস।

অমূল্য তাহার পিতার কাছে সরিয়া বলিল, বাবা তুমি দিয়ে আসবে চল না।

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি দিয়ে আস্‌ব ? কি হয়েছে কদম ?

কদম বুঝাইয়া বলিল।

যাদব বুঝিলেন, এই লইয়া একটা কলহ অবশ্যম্ভাবী। একজন নিষেধ করিয়াছে, একজন হুকুম দিয়াছে। তাই অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া ছোটবধূর ঘরের বাইরে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিলেন, এইবারটি মাপ কর মা, ও বল্‌চে আর করবে না।

সেই রাত্রে দুই জায়ে আহারে বসিলে, বিন্দু বলিল, আর তোমার ওপর রাগ কচ্চি নে দিদি, কিন্তু এখানে আমার আর থাকা চলবে না—অমূল্য তা হ'লে একেবারে বিগড়ে যাবে। আমি যদি মানা না করতুম তা হ'লেও একটা কথা ছিল ; কিন্তু নিষেধ করা সত্বেও এত বড় দুঃসাহস ওর হ'ল কি ক'রে তখন থেকে আমি শুধু সেই কথাই ভাবচি। তার ওপর বজ্জাতি দেখ। আমার কাছে যায়নি, এসেছে তোমার কাছে, বাড়ী ফিরে যেই শুনেছে, আমি ডাকছি, অমনি গিয়ে বঠ্‌ঠাকুরকে সঙ্গে ক'রে এনেচে। না দিদি, এতদিন এসব ছিল না—আমি বরং কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকবো সেও ভাল, কিন্তু এক

ছেলে—ব'য়ে যাবে, তাকে নিয়ে সারা জীবন চোখের জলে ভাসতে পারব না।

অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, তোরা চলে গেলে আমিই বা কি করে একলা থাকি বল?

বিন্দু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে তুমি জান। আমি যা করব, তোমাকে ব'লে দিলুম। বড় মন্দ ছেলে ঐ নরেন।

কেন, কি করলে নরেন? আর মনে কর, ওরা যদি দুটি ভাই হ'ত তা হ'লে কি কত্তিস?

বিন্দু বলিল, আজ তা হ'লে চাকর দিয়ে হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিয়ে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিতুম। তা ছাড়া 'যদি' নিয়ে কাজ হয় না, দিদি—ওদের তুমি ছাড়।

অন্নপূর্ণা মনে মনে বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, ছাড়া না ছাড়া কি আমার হাতে ছোটবৌ? ওদের যে এনেছে, তাকে বল গে আমায় মিথ্যে গঞ্জনা দিস নে।

এ সব কথা বঠ্‌ঠাকুরকে বলব কি ক'রে?

যেমন ক'রে সব বলিস—তেমনি ক'রে বল গে।

বিন্দু ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ন্যাকা বুঝিও না দিদি, আমারো সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হ'তে চ'ল্ল। এ বাড়ীর দাসী চাকর নিয়ে কথা নয়, কথা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে—তুমি বেঁচে থাকতে এ সব কথায় কথা বলতে গেলে বঠ্‌ঠাকুর রাগ করবেন না?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, রাগ নিশ্চই করবেন, কিন্তু আমি বললে আমার মুখ দেখবেন না। হাজার হই আমরা পর, ওরা ভাই বোন—সেটা দেখিস্ না কেন? তা ছাড়া আমি বুড়ো মানুষ' এই তুচ্ছ কথা নিয়ে নেচে বেড়ালে লোকে পাগল বলবে না?

বিন্দু ভাতের থালাটা হাত দিয়া আরো খানিকটা ঠেলিয়া দিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, সে কেবল ভাসুররে ভয়ে চুপ করিয়া গেল।

বলিলেন, হাত তুলে ব'সে রইলি—ভাতের থালাটা কি অপরাধ করলে?

বিন্দু হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

অন্নপূর্ণা তাহার ভাব দেখিয়া আর জিদ্ করিতে সাহস করিলেন না। শুইতে গিয়া বিন্দু বিছানায় অমূল্যকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সে গেল কোথায়? অন্নপূর্ণা বলিলেন, আজ দেখচি আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্চে—যাই তুলে দিই গে!

না না, থাক্ বলিয়া বিন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল। অর্দ্ধেক রাত্রে বিন্দুর সতর্ক নিদ্রা অন্নপূর্ণার ডাকে ভাঙিয়া গেল।

কি দিদি?

অন্নপূর্ণা বাহির হইতে বলিলেন, দোর খুলে তোর ছেলে নে। এই বজ্জাতি আমার বাবা এলেও সইতে পারবে না।

বিন্দু দোর খুলিয়া দিলে তিনি অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, ঢের ঢের বদমাইস ছেলে দেখেছি, ছোটবৌ এমনটি দেখি নি! রাত্তির ত্বটো বাজে একবার চোখে পাতায় করতে দিলে না! এই বলে মশা কামড়াচ্ছে, এই বলে জল খাই, এই বলে বাতাস কর, না ছোটবৌ আমি সমস্ত দিন খাটি-খুটি, রাত্রিরে একটু ঘুমোতে না পেলে ত বাঁচি নে।

বিন্দু হাসিয়া হাত বাড়াইতেই অমূল্য তাহার ক্রোড়ের ভিতর গিয়া ঢুকিল এইং বুকের উপর মুখ রাখিয়া এক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। মাধব ওদিকের বিছানা হইতে পরিহাস করিয়া কহিল, সখ মিটল বৌঠান?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, আমি সখ করি নি ভাই, উনিই নিজে মারের ভয়ে ওখানে গিয়ে ঢুকেছিলেন। তবে আমারও শিক্ষা হ'ল বটে। আর কি ঘেন্নার কথা ঠাকুরপো, আমাকে বলে কিনা, তোমার কাছে শুতে লজ্জা ক'রে।

তিন জনেই হাসিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, আর না যাই একটু ঘুমোই গে, বলিয়া চলিা গেলেন।

দিন দশেক পরে বিন্দু বাপ-মা তীর্থ-যাত্রায় সংকল্প করিয়া মেয়েকে একবার দেখিবার জন্য পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিন্দু, বড়জায়ের অনুমতি লইয়া দু-তিন দিনের জন্য অমূল্যকে লুকাইয়া বাপের বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় বই বগলে করিয়া ইস্কুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অনতিপূর্বে সে বাহিরে পথের ধারে পাল্কী দেখিয়া আসিয়াছিল, এখন হঠাৎ বিন্দুর পায়ের দিকে নজর পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, পায়ে আলতা প'রেচ কেন, ছোটমা ?

অন্নপূর্ণা উপস্থিত ছিলেন, হাসিয়া ফেলিলেন।

বিন্দু বলিল, আজ পর্‌তে হয়।

অমূল্য বার বার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, গায়ে অত গয়না কেন ?

অন্নপূর্ণা মুখে আঁচল দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিন্দু হাসি চাপিয়া বলিল, কবে তোর বৌ এসে পরবে ব'লে আমাদের কাউকে কিছু পরতে নেই রে ! যা ইস্কুলে যা।

অমূল্য কথা কানে না তুলিয়া বলিল, দিদি অত হাসচে কেন ? আমি ত আজ ইস্কুলে যাব না—তুমি কোথায় যাবে।

বিন্দু বলিল, তাই যদি যাই,—তোর হুকুম নিতে হবে নাকি ?

আমিও যাব, বলিয়া সে বই লইয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ও অত সহজে ইস্কুলে যাবে মনে করিস নি। কি সেয়ানা দেখেছিস, বলে আলতা পরেচ কেন ? গায়ে অত গয়না কেন ? কিন্তু আমি বলি, নিয়ে যা—নইলে ফিরে এসে তোকে দেখতে না পেলে ভারি হাঙ্গমা করবে।

বিন্দু বলিল, তুমি কি মনে ক'রেচ দিদি, সে ইস্কুলে গেছে ? কক্ষনো না। কোথায় লুকিয়ে বসে আছে, দেখো ঠিক সময়ে হাজির হবে।

ঠিক তাহাই হইল। সে লুকাইয়াছিল, বিন্দু অন্নপূর্ণার পায়ের

ধূলা লইয়া পাল্কীতে উঠিবার সময়, কোথা হইতে বাহির হইয়া তাহার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। দুই জায়েই হাসিয়া উঠিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন যাবার সময় আর মার-ধোর করিস নে, নিয়ে যা।

বিন্দু বলিল, তা যেন গেলুম দিদি কিন্তু কোথাও যে আমার এক পা নড়বার যো নাই এ ত বড় বিপদের কথা।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যেমন ক'রেছিস্ তেমনি হবে ত। অমূল্য থাক্. না তুই দুদিন আমার কাছে?

অমূল্য মাথা নাড়িয়া বলিল না না, তোমার কাছে থাক্‌তে পারব না। বলিয়া সে পাল্কীতে গিয়া বসিল।

ছয়

বিন্দু বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার দিন দশেক পরে একদিন মধ্যাহ্নে অন্নপূর্ণা তাহার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, ছোটবৌ?

ছোটবৌ একরাশ ময়লা কাপড় জামার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন ধোপা এসেছে?

ছোটবৌ কথা কহিল না। অন্নপূর্ণা এইবার তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ভয় পাইলেন। উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হয়েছে রে।

বিন্দু আঙুল দিয়া ছোট ছোট টুকরো পোড়া সিগারেট দেখাইয়া দিয়া বলিল অমূল্যর জামার পকেট থেকে বেরুল!

অন্নপূর্ণা নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিন্দু সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি ওদের বিদেয় কর, না হয় আমাদের কোথাও পাঠিয়ে দাও।

অন্নপূর্ণা জবাব দিতে পারিলেন না। আর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে অমূল্য ইস্কুল হইতে ফিরিয়া খাবার খাইয়া খেলা করিতে

গেল। বিন্দু একটি কথাও বলিল না। ভৈরব চাকর নালিশ করিতে আসিল, নরেনবাবু বিনা দোষে তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে।

বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল দিদিকে বল গে।

আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাধব কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কি একটা ক্ষুদ্র পরিহাস করিতে গিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিল। অদৃশ্যে যে কত বড় ঝড় ঘনাইয়া উঠিতেছে, বাড়ীর মধ্যে তাহা কেবল অন্নপূর্ণাই টের পাইলেন। উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যাটা ছটফট করিয়া এক সময়ে নির্জ্জনে পাইয়া তিনি ছোট বৌয়ের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন, হাজার হোক সে তোরই ছেলে, এইবারটি মাপ কর ; বরং আড়ালে ডেকে ধম্‌কে দে।

বিন্দু বলিল, আমার ছেলে নয়, সে কথা আমিও জানি, তুমিও জান। মিছামিছি কতমগুলো কথা বাড়িয়ে দরকার কি দিদি ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন আমি নয়, তুই তার মা আমি তোকেই ত দিয়েচি।

যখন ছোট ছিল খাইয়েছি পরিয়েছি। এখন বড় হয়েচে তোমাদের ছেলে তোমরা নাও আমাকে রেহাই দাও বলিয়া বিন্দু চলিয়া গেল।

রাত্রে কাঁদ কাঁদ মুখে অমূল্য অন্নপূর্ণাব কাছে শুইতে আসিল।

অন্নপূর্ণা ব্যাপার বুঝিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এখানে কেন ? যা এখান থেকে—যা বলচি !

অমূল্য ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা ঘুমাইতেছেন, সে তখন কথাটি না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সকাল-বেলা কদম রান্না ঘরে এঁটো বাসন তুলিতে আসিয়া দেখিল বারান্দার এক কোণে কতকগুলো কাঠ ঘুঁটের উপর অমূল্য পড়িয়া রহিয়াছে সে ছুটিয়া গিয়া বিন্দুকে তুলিয়া আনিল ; অন্নপূর্ণাও ঘুম ভাঙিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিন্দু তীক্ষ্ণভাবে বলিল, রাত্রে বড়গিন্নী বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছিল ? ও থাকলে ঘুমের ব্যাঘাত হয় ?

ছেলের অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার নিজের চক্ষেও জল আসিতেছিল ; কিন্তু কিন্দুর নিষ্ঠুর তিরস্কারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, নিজের দোষ তুই পরের ঘাড়ে তুলে দিতে পারলেই বাঁচিস।

বিন্দু ছেলেকে তুলিতে গিয়া দেখিল তাহার গা গরম—জ্বর হইয়াছে। কহিল, সারারাত কার্ত্তিক মাসের হিমে জ্বর হবেই ত ! এখন ভাল হ'লে বাঁচি।

অন্নপূর্ণা ব্যগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন জ্বর হয়েছে কই দেখি !

বিন্দু সজোরে তাঁহার হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, থাক আর দেখে কাজ নেই। বলিয়া ঘুমন্ত ছেলেকে স্বচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইয়া অন্নপূর্ণার প্রতি একবার বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

পাঁচ-ছয় দিনেই অমূল্য আরোগ্য হইয়া উঠিল বটে কিন্তু বড়জায়ের অপরাধটা বিন্দু মার্জ্জনা করিল না। সেই দিন হইতে সে ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত বলিত না।

অন্নপূর্ণা মনে মনে সমস্তই বুঝিলেন অথচ তিনিও মৌন হইয়া রহিলেন। সকলের সম্মুখে সমস্ত অপরাধ বিন্দু যে তাঁহারই উপর তুলিয়া দিয়াছে, এ অন্যায় তিনিও ভুলিতে পারিলেন না। এইটি এক-দিন কি একটা কথার পর তিনি এলোকেশীর কাছে বলিয়া ফেলিলেন ওর জ্বর ছোটবৌয়ের জন্যেই। ও যে মরে নি এই ওর ভাগ্যি।

কথাটা এলোকেশী বিন্দুর গোচর করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিলেন না। বিন্দু মন দিয়া শুনিল কিন্তু কথা কহিল না। সে যে শুনিয়াছে, তাহাও এলোকেশী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। বিন্দু বড়জায়ের সহিত একেবারে কথা-বার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল। কয়েক দিন হইতে নূতন বাটীতে জিনিষ-পত্র সরানো হইতেছিল, কাল সকালেই উঠিয়া যাইতে হইবে। যাদব ছেলেদের লইয়া সে বাড়ীতে ছিলেন, মাধব মোকদ্দমা উপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিল, সেও ছিল না। ইতিমধ্যে এ

বাড়ীতে এক বিষম কাণ্ড ঘটিল। সন্ধ্যার সময় মাষ্টার পড়াইতে আসিয়াছিল, কি মনে করিয়া বিন্দু তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। বলিল কাল থেকে ও বাড়ীতে গিয়ে পড়াবেন।

যে আজ্ঞে বলিয়া মাষ্টার চলিয়া যাইতেছিল, বিন্দু প্রশ্ন করিল, আপনার ছাত্রটি আজ-কাল পড়ে কেমন ?

মাষ্টার বলিল, লেখা-পড়ায় সে বরাবরই ভাল প্রতিবারেই ত প্রথম হয়।

বিন্দু কহিল, তা হয়। কিন্তু আজ-কাল চুরুট খেতে শিখেছে যে!

মাষ্টার বিস্মিত হইয়া বলিল, চুরুট খেতে শিখেছে!

পরক্ষণে নিজেই বলিল আশ্চর্য্য নয়, ছেলেরা সমস্তই দেখাদেখি শেখে।

কার দেখে শিখছে ?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু বলিল, ওর বাবাকে ও-কথা জানাবেন।

মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিল এই দেখুন না, আজ পাঁচ-সাত দিনের কথা, ইস্কুলের পথে এক উড়ে মালির বাগানে ঢুকে তার অসময়ের আম পেড়ে গাছ ভেঙে তাকে মার-ধোর করে এক কাণ্ড ক'রেছে।

বিন্দু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিল, তারপর ?

উড়ে হেডমাষ্টারকে ব'লে দেয়, তিনি দশ টাকা জরিমানা করিয়ে তাকে তা দিয়ে শান্ত ক'রেচেন।

বিন্দু বিশ্বাস করিতে পারিল না বলিল, আমার অমূল্য ছিল ? সে টাকা পাবে কোথায় ?

মাষ্টার কহিল, তা জানি না, কিন্তু সেও ছিল। এ-বাড়ীর নরেন-বাবুও ছিল, আরও তিন-চারজন ইস্কুলের বদমাস ছেলে ছিল। এই কথা আমি হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে শুনেচি।

বিন্দু বলিল, টাকাও আদায় হ'য়ে গেছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও শুনেচি।

আচ্ছা—আপনি যান। বলিয়া বিন্দু সেইখানেই বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু অস্ফুটে বাহির হইল, আমাকে না জানিয়ে টাকা দিলে, এত সাহস এ বাড়ীতে কার? একে তাহার মন খারাপ, তাহাতে দিদির সহিত কাথাবার্ত্তা বন্ধ, তাহার উপর এই সংবাদ বিন্দুকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল।

সে উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। অন্নপূর্ণা রাত্রির জন্য তরকারি কুটিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া ছোটবৌয়ের মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

বিন্দু কহিল, দিদি, এর মধ্যে অমূল্যকে টাকা দিয়েচ?

অন্নপূর্ণা ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন, ভয়ে তাঁহার গলা কাঠ হইয়া গেল, মৃদুস্বরে বলিলেন, কে বল্‌লে?

বিন্দু কহিল, সেটা দরকারী কথা নয়—দরকারী কথা, সেই বা কি ব'লে নিলে, আর তুমিই বা কি ব'লে দিলে?

অন্নপূর্ণা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বিন্দু বলিল, তুমি চাও না যে আমি তাকে শাসন করি, সেই জন্যেই আমাকে লুকিয়েচ! অমূল্য আর যাই করুক্, মিথ্যে কথা গুরুজনের কাছে বল্‌বে না, তুমি জেনে শুনে দিয়েচ সত্যি কি না?

অন্নপূর্ণা আস্তে আস্তে বলিলেন, সত্যি, কিন্তু এইবারটি তাকে মাপ মাপ কর বোন, আমি মাপ চাচ্চি।

বিন্দুর বুকের ভিতর পুড়িয়া যাইতেছিল, কহিল, এইবারটি! আজ থেকে চিরকালের জন্যই মাপ করলুম। আর বল্‌ব না! আর কথা ক'ব না। সে যে এমনি ক রে চোখের সাম্‌নে একটু একটু ক'রে উচ্ছন্নে যাবে, তা আমি সইতে পারব না—তার চেয়ে একেবারে যাক। কিন্তু তোমার কি আস্পর্দ্ধা!

শেষ-কথা অন্নপূর্ণাকে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিল, তথাপি তিনি নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু বিন্দু যতই বকিতেছে, তাহার ক্রোধরোত্তর ততই বাড়িতেছিল। সে পুনরায় চেঁচাইয়া বলিল, সব কথায় তুমি

ন্যাকা সেজে বল, এইবারটি মাপ কর, কিন্তু দোষ তার নয়, যত তোমার। তোমাকে আমি মাপ কর্‌ব না।

বাটীর দাসী চাকরেরাও আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল।

অন্নপূর্ণার আর সহ্য হইল না, তিনি বললেন, কি করবি—ফাঁসি দিবি?

বহ্নিতে আহুতি পড়িল, বিন্দু বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি!

নিজের ছেলেকে দুটো টাকা দিয়েছি, এই ত অপরাধ?

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল, বিন্দু আসল কথা ভুলিয়া বলিয়া বসিল, তাই বা দেবে কেন? নষ্ট করবার টাকা আসে কোথা থেকে?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, টাকা তুই নষ্ট করিস্ নে?

আমি করি আমার টাকা, তুমি নষ্ট কর কার টাকা শুনি?

অন্নপূর্ণা এবার ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি নিঃস্ব ঘরের মেয়ে ছিলেন; মনে করিলেন, বিন্দু সেই ইঙ্গিতই করিয়াছে! দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুমি না হয় মস্ত বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু তাই বলে আর কেউ যে দুটো টাকাও দিতে পারে না, সে অহঙ্কার করিস্ নে।

বিন্দু বলিল, সে অহঙ্কার আমি করি নে, কিন্তু তুমিও ভেবে দেখো একটা পয়সাও দিতে গেলে তুমি কার পয়সা দাও।

অন্নপূর্ণা চেঁচাইয়া বলিলেন কার পয়সা দিই? তোর যা মুখে আসে তাই বলিস?—যা দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

বিন্দু বলিল, দূর আমি রাত পোহালেই হব, কিন্তু কার পয়সা খরচ কর, সেটা দেখতে পাও না? কার রোজগারে খাচ্চ পরচ সেটা জান না?

হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বিন্দু স্তব্ধ হইয়া থামিল।

অন্নপূর্ণার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল; তিনি ক্ষণকাল নির্নিমেষ-চোখে ছোটবৌয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমার স্বামীর

রোজগারের খাচ্চি-পর্‌চি। আমি তোমাদের দাসী-বাঁদী, উনি তোমার চাকর-বাকর। এই না তোমার মনের কথা? তা এতদিন বলিস্ নি কেন!

তাঁহার ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিয়া এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, কোথা ছিলি ছোটবৌ যখন ছোট ভাইকে পড়াবার জন্যে ও দুখানি কাপড় এক সঙ্গে কিনে পরে নি? কোথা ছিলি তুই যখন ঘর পুড়ে গেলে গাছতলায় একবেলা রেঁধে খেয়ে এই পৈতৃক ভিটেটুকু খাড়া ক'রেছিল?

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ও যদি জান্‌ত তোদের মনের কথা কখনো এমন আফিঙ খেয়ে চোখ বুজে হুঁকোর নল মুখে নিয়ে আরামে দিন কাটাতে পারত না—সে লোক ও নয়। ওকে জানে তোর স্বামী, ওকে জানে স্বর্গের দেবতারা! আজ আমায় ছুতো ক'রে তুই তাঁকে অপমান করলি?

স্বামী-অভিমানে অন্নপূর্ণার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বলিলেন, ভালই হ'ল জানিয়ে দিলি! সতী আত্মহত্যা করেছিল, আমিও দিব্যি কচ্ছি, বরং পরের বাড়ী রেঁধে খাব, তবুও তোদের ভাত খাব না। তুই কি করলি—ওঁকে অপমান করলি?

ঠিক এই সময় যাদব প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন বড়বৌ।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে তাঁহার অভিমান ঝটিকা ক্ষুব্ধ সাগরের মত উত্তাল হইয়া উঠিল, ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ছি ছি যে লোক নিজের স্ত্রী-পুত্রকে খেতে দিতে পারে না—তার গলায় দেবার দড়ি জোটে না কেন?

যাদব হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন কি হ'ল গো!

কি হ'ল? কিচ্ছু না! ছোটবৌ আজ স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিলে আমি তার দাসী তুমি তার চাকর।

ঘরের ভিতর বিন্দু জিভ্ কাটিয়া কানে আঙ্‌ল দিল।

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমার একটা পয়সা কাউকে হাত তুলে দেবার অধিকার নেই—তুমি বেঁচে থাকতেও আজ আমাকে এ কথা শুনতে হ'ল। আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই শপথ কচ্চি ওদের ভাত খাবার আগে, যেন আমাদের সবার মরণ হয়।

বিন্দুর অবরুদ্ধ কর্ণরন্ধ্রে এ কথা অস্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল; সে অস্ফুটে 'একি করলে দিদি।' বলিয়া সেইখানেই ঘাড় গুঁজিয়া আজ দ্বাদশবর্ষ পরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

সাত

নূতন বাড়ীতে যাদব, অন্নপূর্ণা ও অমূল্য ব্যতীত আর সকলেই আসিয়াছিল। বাহির হইতে বিন্দুর পিসি. পিসির মেয়ে, নাতি নাতনী বাপের বাড়ী হইতে তাহার বাপ মা, তাঁদের দাস দাসী প্রভৃতিতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এখানে আসিবার দিনটাতেই শুধু বিন্দুকে বিমনা দেখাইয়াছিল, কিন্তু পর দিন হইতেই সে ভাব কাটিয়া গেল। রাগ পড়িলেই অন্নপূর্ণা আসিবেন, ইহাতে বিন্দুর লেশমাত্র সংশয় ছিল না। এখানে পূজা দিয়া লোকজন খাওয়াতে হইবে সে তাহারই উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বিন্দুর বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তোর ছেলেকে দেখছি না যে?

বিন্দু সংক্ষেপে কহিল সে ও-বাড়ীতে আছে।

মা প্রশ্ন করিলেন তোর জা বুঝি আসতে পারলেন না?

বিন্দু কহিল, না।

তিনি নিজেই তখন বলিলেন, সবাই এলে ও বাড়ীতেই বা থাকে কে? পৈতৃক ভিটে বন্ধ ক'রেও ত রাখা চলে না।

বিন্দু চুপ করিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যাদব কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন কথাবার্ত্তা বলিয়া সংবাদ লইয়া ফিরিয়া যাইতেন কিন্তু ভিতরে ঢুকিতেন না। গৃহ-পুজার পূর্ব্বের রাত্রে তিনি ভিতরে ঢুকিয়া এলো-

কেশীকে ডাকিয়া তত্ত্ব লইতেছিল, বিন্দু জানিতে পারিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। পিতার অধিক এই ভাসুরের কাছে ছেলে-বেলা হইতে সেদিন পর্য্যন্ত সে কত আদর পাইয়াছে, কত স্নেহের ডাক শুনিয়াছে! যাদব "মা" বলিয়া ডাকিতেন, কোনদিন বৌমা পর্য্যন্ত বলেন নাই। এই ভাসুরের কাছে জায়ের সহিত কলহ করিয়া কত নালিশ করিয়াছে কোনটি তাহার কোনদিন উপেক্ষিত হয় নাই, আজ তাঁহারই কাছে অপরিসীম লজ্জায় বিন্দুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেছে। যাদব চলিয়া গেলেন; সে নিভৃতে ঘরের মধ্যে মুখে আঁচল গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—চারিদিকে লোক, পাছে কেহ শুনিতে পায়।

পরদিন সকাল-বেলা বিন্দু স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল বেলা হচ্চে, পুরুত বসে আছেন—বঠ্‌ঠাকুর এখনো এলেন না!

মাধব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেন?

বিন্দু ততোধিক বিস্মত হইয়া বলিল, তিনি কেন? তিনি ছাড়া এ-সব কর্‌বে কে?

মাধব কহিল, আমি না হয় ভগ্নীপতি প্রিয়বাবু করবেন। দাদা আসতে পারবেন না।

বিন্দু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আসতে পারবেন না বল্‌লেই হ'ল? তিনি থাকতে কি কারো অধিকার আছে? না না সে হবে না—তিনি ছাড়া আমি কাউকে কিছু করতে দেব না।

মাধব বলিল, তবে বন্ধ থাক্। তিনি বাড়ী নেই, কাজে গেছেন।

এ সমস্ত বড়গিন্নীর মতলব! তা হ'লে সেও আসবে না দেখচি। বলিয়া বিন্দু কাঁদ-কাঁদ হইয়া চলিয়া গেল। তাহার কাছে পুজা-অর্চ্চনা উৎসব-আয়োজন, খাওয়ান-দাওয়ান সমস্তই এক মুহূর্ত্তে একেবারে মিথ্যা হইয়া গেল। তিন দিন ধরিয়া অনুক্ষণ সে এই চিন্তাই করিয়াছে, আজ বঠ্‌ঠাকুর আসিবেন দিদি আসিবেন অমূল্য আসিবে। আজিকার সমস্ত দিনব্যাপী কাজকর্ম্মের উপর সে যে মনে মনে তাহার

কতখানি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, সে কথা সে ছাড়া আর কেহই জানিত না। স্বামীর একটা কথায় সে সমস্ত মরীচিকার মত অন্তর্দ্ধান হইয়া যাইবামাত্রই উৎসবের বিরাট পণ্ডশ্রম পাষাণের মত তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল।

এলোকেশী আসিয়া বলিলেন, ভাঁড়ারের চাবিটা একবার দাও, ছোটবৌ, ময়রা সন্দেশ নিয়ে এসেচে।

বিন্দু ক্লান্তভাবে বলিল, ঐখানে কোথাও এখন রাখ ঠাকুরঝি, পরে হবে।

কোথায় রাখব বৌ, কাকে-টাকে মুখ দেবে যে।

তথে ফেলে দাও গে বলিয়া বিন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

পিসিমা আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বিন্দু, এ-বেলা কতগুলি ময়দা মাখ্‌বো একবার যদি দেখিয়ে দিতিস।

বিন্দু মুখ ভার করিয়া বলিল, কতগুলি মাখবে তার আমি কি জানি? তোমরা গিন্নি বান্নী, তোমরা জান না?

পিসিমা অবাক হইয়া বলিলেন, শোন কথা! কত লোক তোদের এ-বেলা খাবে, আমি তার কি জানি?

বিন্দু রাগিয়া বলিল, তবে বল গে ওঁকে। সে ছিল দিদি; অমূল্য ধনের পৈতের সময় তিন দিন ধ'রে সহরের সমস্ত লোক খেলে, একবার বলে নি, ছোটবৌ, ওটা কর গে, কি সেটা দেখ গে। তার একটা হাড়ের যা যোগ্যতা, এ বাড়ীর সমস্ত লোকের তা নেই। বলিয়া আর একটা ঘরে চলিয়া গেল। কদম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদি, জামাইবাবু বল্‌চেন পূজোর কাপড় চোপড়গুলো তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই বিন্দু চেঁচাইয়া উঠিল, খেয়ে ফ্যাল আমাকে, তোরা ঘেয়ে ফ্যাল্‌। যা, দূর হ সামনে থেকে।

কদম শশব্যস্তে পলায়ন করিল।

খানিক পরে মাধব আসিয়া কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া বলিল, ওগো শুনতে পাচ্চ?

বিন্দু কাছে সরিয়া আসিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল পাচ্চি না। আমি পার্‌ব না—পার্‌ব না, হ'ল ?

মাধব অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিন্দু বলিল, কি করবে, আমার গলায় ফাঁসি দেবে ? না হয় তাই দাও, বলিয়া কাঁদিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল। বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বিন্দু বিনা কাজে ছট্‌ফট্‌ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া কেবলি লোকের দোষ ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে তাড়াতাড়ি পথের উপর কতকগুলো বাসনা রাখিয়া গিয়াছিল, বিন্দু টান মারিয়া সেগুলো উঠানের উপর ফেলিয়া, কি করিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিল ; কার ভিজা কাপড় শুকাইতেছিল, উড়িয়া তাহার গায়ে লাগিবামাত্র টানিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, কি করিয়া কাপড় শুকাইতে হয়, বুঝাইয়া দিল। যে কেহ তাহার সাম্‌নে পড়িল সেই সভয়ে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

পুরোহিত বেচারা নিজে ভিতরে আসিয়া বলিলেন, তাই ত। বেলা বাড়্‌তে লাগল – কোন বিধি-ব্যবস্থাই দেখি নে—

বিন্দু আড়ালে দাঁড়াইয়া কড়া করিয়া জবাব দিল, কাজকর্মের বাড়ীতে বেলা একটু হয়ই। বলিয়া আর একটা বাসন পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটা ঘরের মেঝের উপর নির্জীবের মত বসিয়া পড়িল। মিনিট-দশেক পরে হঠাৎ তাহার কানে একটা পরিচিত কণ্ঠের শব্দ যাইবামাত্র সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল অন্নপূর্ণা আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

বিন্দু দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া সশব্দে সুমুখে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, বেলা দশটা-এগারটা বাজে, আর কত শত্রুতা করবে দিদি ? আমি বিষ খেলে যদি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ত তাই না হয় বাড়ী গিয়ে একবাটি পাঠিয়ে দাও। বলিয়া চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া তাঁহার

পায়ের নীচে ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে গিয়া দোর দিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা নিঃশব্দে চাবির গোছা তুলিয়া লইয়া দোর খুলিয়া ভাড়ারে গিয়া ঢুকিলেন।

অপরাহ্নে লোকজন যাতায়াত, খাওয়ানো দাওয়ানোর ভিড় কমিয়া গিয়াছিল, তথাপি বিন্দু কিসের জন্য কেবলি অস্থির হইয়া ঘর-বার করিতে লাগিল।

ভৈরব বলিল, অমূল্যবাবু ইস্কুলে নেই।

বিন্দু তাহার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, হতভাগা! ছেলেরা রাত্রি পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকে? নূতন লোক তুমি? ও বাড়ীতে গিয়ে একবার দেখতে পার নি?

ভৈরব বলিল, সে বাড়ীতেও তিনি নেই।

বিন্দু চেঁচাইয়া বলিল, কোথায় কোন্ ছোটলোকদের ছেলের সঙ্গে ডাংগুলি খেলচে। আর কি তার প্রাণে ভয় ডর আছে, এইবার একটা চোখ কানা হ'লেই বড়গিন্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তা হ'লে দশ হাত বার ক'রে খায়—যা, যেখানে পাস খুঁজে আন্।

অন্নপূর্ণা ভাঁড়ারের দোরে বসিয়া আর পাঁচজন বর্ষীয়সীর সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। ছোটবৌয়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরে ভৈরব আসিয়া জানাইল, অমূল্যবাবু ঘরে আছে, এল না। বিন্দু বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এল না কিরে? আমি ডাকৃচি বলেছিলি?

ভৈরব মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ তবু এল না।'

বিন্দু এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তার দোষ কি? যেমন মা, তেমনি ছেলে হবে ত। আমারো কটু দিব্যি রইল যে. অমন মা-বেটার মুখ দর্শন করব না।

অনেক রাত্রে অন্নপূর্ণা বাটীতে ফিরিতে উদ্যত হইলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মাধব নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিন্দু দ্রুতপদে

অদূরে আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভীষণ কণ্ঠে বলিল পৌঁছে দিতে যাচ্ছ উনি জলস্পর্শ করেন নি তা জান ?

মাধব বলিল, সে তোমার জানবার কথা—আমার নয়। সমস্ত নষ্ট হয় দেখে নিজে গিয়ে ডেকে এনেছিলাম, এখন নিজে পৌঁছে দিতে যাচ্চি।

বিন্দু বলিল বেশ ভাল কথা। তা হ'লে দেখছি তুমিও ঐ দিকে।

মাধব জবাব না দিয়া বলিল, চল বৌঠান, আর দেরি ক'রো না।

চল ঠাকুরপো, বলিয়া অন্নপূর্ণা পা বাড়াইতেই বিন্দু গর্জন করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে, দেইচি শত্রু। নিজের যা মুখে এলো দশটা সাজিয়ে বল্‌লে কট্‌কট্‌ করে দিব্যি করলে, চার দিন চার রাত ছেলের মুখ দেখতে দিলে না—ভগবান এর বিচার করবেন।

বলিয়া মুখে আঁচল গুজিয়া কান্না রোধ করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া উপুড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। একটা গোলমাল উঠিল ; মাধব, অন্নপূর্ণা দুই জনেই শুনিতে পাইলেন। অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কি হ'ল দেখি !

মাধব কহিল দেখতে হবে না চল।

কলহের কথাটা এ কয়দিন গোপন ছিল আর রহিল না। পরদিন বাড়ীর মেয়েরা এক জায়গায় বসিলে, এলোকেশী বলিয়া উঠিলেন, জায়ে জায়ে ঝগড়া হয়েছে ছেলের কি হ'ল সে একবার আসতে পারলে না ? ছোটবৌ বড় মিথ্যে বলে নি—যেমন মা তেমনি ছেলে হবে ত ! ঢের ঢের ছেলে দেখেচি বাবা এমন নেমকহারাম কখন দেখি নি।

বিন্দু ক্লান্ত দৃষ্টিতে একবারটি তাহার দিকে চাহিয়া লজ্জায় ঘৃণায় চোখ নীচু করিল। এলোকেশী পুনরায় কহিলেন তুমি ছেলে ভালবাস ছোটবৌ আমার নরেন্দ্রনাথকেও নাও—ওকে তোমায় দিলুম। মেরে ফেল, কেটে ফেল কোনদিন কথাটি বলবার ছেলে ও নয়—তেমন সন্তান পেটে ধরি নি।

বিন্দু নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। বিন্দুর মা জবাব দিলেন। তাঁহার

বয়স হইয়াছে, জমিদারের মেয়ে জমিদারের গৃহিণী তিনি পাকা লোক। হাসিয়া বলিলেন, ও কি একটা কথা গা! অমূল্য ওর হাড়ে মাসে জড়িয়ে আছে—না না, ওকে তোমরা অমন করে উতলা করে দিও না। বিন্দু তোমাদের ঝগড়া দুদিনের মা, তাই বলে ছেলে কি তোর পর হয়ে যাবে?

বিন্দূ ছল ছল চোখে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় সে কদমকে ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা কদম, তুই ত ছিলি, তুই বল, আমার এত কি দোষ হয়েছিল যে, উনি অত বড় দিব্যি ক'রে ফেললেন?

বিন্দু তাহাকে এই আলোচনা করিতে আহ্বান করিয়াছে, সহসা কদম তাহ: বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া মৌন হইয়া রহিল। তথাপি বিন্দু বলিল না, হাজার হোক তোরা বয়সে বড়, তোদের দুটো কথা আমাকে শুন্‌তেই হয়, তুই বল্ না, এতে দোষ আমার কি হয়েছিল?

কদম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদি, দোষ আর কি?

বিন্দু কহিল, তবে যা না একবার ও-বাড়ীতে। দু'কথা বেশ করে শুনিয়া দিয়ে আয় না—তোর আর ভয় কি?

কদম সাহস পাইয়া বলিল, ভয় কিছু নয় দিদি, কিন্তু কাজ কি আর ঝগড়া বিবাদ করে? যা হবার তা হ'য়ে গেছে।

বিন্দু কহিল, না না, কদম, তুই জানিস নে—সত্যি কথা বলা ভাল। না হলে ও মনে ক'রবে, আমার যেন সব দোষ, তার কিছুই নেই। বার ক'রে দেব, দূর করে দেব, এ সব কথা বলেনি ও? আমি কোনদিন তাতে রাগ করেছি? কেন ও লুকিয়ে টাকা দিলে? কেন একবার জানালে না?

কদম বলিল, আচ্ছা, কাল যাব, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বিন্দু অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, সন্ধ্যা আবার কোথায় কদম, তুই বড় কথা কাটিস্। শীতকালের বেলা বলেই অমন দেখাচ্ছে, না হয়

কাউকে সঙ্গে নে না—ওরে, ও ভৈরব, শোন, হেবোকে ডেকে দে ত, কদমের সঙ্গে যাক।

ভৈরব বলিল, হেবোকে দিয়ে বাবু বাতি পরিষ্কার করাচ্চেন।

বিন্দু চোখ তুলিয়া বলিল, ফের মুখের সামনে জবাব করচ ?

ভৈরব সে চাহনির সুমুখ হইতে ছুটিয়া পলাইল। কদমকে পাঠাইয়া বিন্দু বার-দুই এ-ঘর ও-ঘর করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল। বামুনঠাকুরুণ একা বসিয়া রাঁধিতেছিলেন। বিন্দু একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা মেয়ে তোমাকেই সাক্ষী মান্‌চি—সত্যি কথা বল মেয়ে, কার দোষ বেশি ?

পাচিকা বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন কিসের মা ?

বিন্দু বলিল সেদিনের কথা গো। কি বলেছিলুম আমি ? শুধু বলেছিলুম দিদি অমূল্যকে এর মধ্যে টাকা দিয়েছ ? কে না জানে ছেলেদের হাতে টাকা-কড়ি দিতে নেই ? বললেই ত হত অমূল্য কান্নাকাটি করেছিল, দিয়েছি, চুকে যেত। এতে, এত কথাই বা ওঠে কেন, আর এমন দিব্যি দিলেই বা কেন ? পাঁচটা ঘটিবাটি একসঙ্গে থাকলে ঠেকাঠেকি লাগে, এ ত মানুষ ? তাই বলে এত বড় দিব্যি ! ঐ একটি বংশধর—তার নাম করে দিব্যি ? আমি বলছি মেয়ে তোমাকে, ইহজন্মে আমি আর ওর মুখ দেখব না। শত্রুর দিকে ফিরে চাইব ত ওর দিকে চোখ ফেরাব না।

বামুনের মেয়ে স্বভাবত সল্পভাষিণী, তিনি কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। বিন্দুর দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া ভাঙা গলায় পুনরায় বলিল, রাগের মাথায় দিব্যি না করে কোন মেয়ে ? তাই বলে জলস্পর্শ করলে না ! ছেলেটাকে পর্য্যন্ত আসতে দিলে না। এইগুলো কি বড়র মত কাজ ? হাজার হোক আমি ছোট, বুদ্ধি কম, যদি তার পেটের মেয়ে হতুম, কি করত তাহলে ? আমি তেমনি ওর নাম কখন মুখে আনব না, তা তোমরা দেখো।

বামুনঠাক্‌রুণ তথাপি চুপ করিয়া রহিলেন। বিন্দু বলিয়া উঠিল আর ও-ই দিব্যি দিতে জানে, আমি জানি নে ? কাল যদি ও-বাড়ীতে গিয়ে বলে আসি, একবাটি বিষ পাঠিয়ে না দাও ত তোমার ওই দিব্যি রইল, কি হয় তা হ'লে ? আমি দুদিন চুপ করে আছি তারপরে হয় গিয়ে ওই দিব্যি দিয়ে আসব না হয় নিজেই একবাটি বিষ খেয়ে বলে যাব দিদি পাঠিয়ে দিয়েচে। দেখি পাঁচজনে ওকে ছি ছি করে কি না ?

বামুনঠাক্‌রুণ ভয় পাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, ছি মা, ও সব মতলব করতে নেই—ঝগড়া বিবাদ চিরস্থায়ী হয় না। উনিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না ; অমূল্যধনও পারবে না। একদিন সে যে কেমন ক'রে আছে আমরা তাই কেবল ভাবি।

বিন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, তাই বল মেয়ে। নিশ্চয়ই তাকে ও মার-ধোর ক'রে ভয় দেখিয়ে রেখেছে। যে একটা রাত আমাকে না হ'লে ঘুমুতে পারে না, আজ পাঁচ দিন চার রাত কেটে গেল ! ওর কি আর মুখ দেখতে আছে ? ঐ যে বললুম, শত্রুর দিকে ফিরে চাইব ত ওর দিকে ইহজন্মে আর না।

বামুনঠাক্‌রুণ নিজের কব্জির কাছে একটা কালো দাগ দেখাইয়া কহিলেন, এই দেখ মা, এখনো কালশিরে পড়ে আছে। সে রাত্রে তোমার মূর্চ্ছা হ'য়েছিল, এ সব কথা জান না। অমূল্যধন কোথা থেকে ছুটে এসে তোমার বুকের উপর প'ড়ে সে কান্না ! সে ত আর কখন দেখে নি, বলে, ছোটমা ম'রে গেল। না দেয় তোমার চোখে জল দিতে, না দেয় বাতাস করতে—আমি টান্‌তে গেলুম, আমাকে কামড়ে দিলে, বড়মা টানতে গেলেন, তাঁকে আঁচড়ে-কামড়ে কাপড় ছিঁড়ে এক ক'রে দিলে। লোকে রুগীর সেবা করবে কি মা তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। শেষে চার-পাঁচ জন মিলে টেনে নিয়ে যায়।

বিন্দু নির্নিমেষ-চোখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কথাগুলো যেন গিলিতে লাগিল ; তারপর অতি দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে

ধীরে উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দোর দিয়া শুইল।

দিন চায়েক পরে বিন্দুর পিতা মাতা, পিসি প্রভৃতির ফিরিবার পূর্ব্বের দিন মূর্চ্ছার পরে বিন্দু চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। কদম বাতাস করিতে ছিল আর কেহ ছিল না। বিন্দু ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে ডাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, কদম, দিদি এসেছেন রে?

কদম বলিল, না দিদি, আমরা এত লোক আছি, তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন?

বিন্দু ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, ওই তোদের দোষ কদম। সব কাজেই নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে যাস্। এমনি ক'রেই একদিন আমাকে মেরে ফেলবি দেখছি। পূজোর দিনও ত তোরা একবাড়ী লোক ছিলি, কি করতে পেরেছিলি, যতক্ষণ না সেই এক ফোঁটা লোকটি এসে বাড়ীতে পা দিলে? ওরে তোরা আর সে? তার কড়ে আঙ্গুলের ক্ষমতাও তোদের বাড়ীসুদ্ধ লোকের নেই।

বিন্দুর মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন জামাইয়ের মত আছে বিন্দু, তুইও দিন-কতক আমাদের সঙ্গে ঘুরে আসবি চল।

বিন্দু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমার যাওয়া কি তাঁর মতামতের ওপর নির্ভর করে মা, যে তিনি বললেই যাব? আমার শত্রুর হুকুম না পেলে যাই কি ক'রে?

মা কথাটা বুঝিয়া বলিলেন, তোর জায়ের কথা বলচিস? তাঁর আর হুকুম নিতে হবে না। যখন আলাদা হয়ে তোরা চ'লে এসেছিস্ তখন উনি বললেই হ'ল।

বিন্দু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, তা হয় না। যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ যেখানেই থাক, সেই সব। আর যাই করি মা, তাকে না বলে বাড়ী ছেড়ে যেতে পার্‌ব না—বঠ্‌ঠাকুর তাহলে রাগ করবেন।

এলোকেশী এইমাত্র উপস্থিত হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন,

আচ্ছা, আমি বল্‌চি তুমি যাও।

বিন্দু সে কথার জবাব দিল না। মা বলিলেন, বেশ ত, না হয় লোক পাঠিয়ে তাঁর মত নে না বিন্দু?

বিন্দু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, লোক পাঠিয়ে? সে ত আরও মন্দ হবে মা। আমি তার মন জানি, মুখে বলবে 'যাক' কিন্তু ভেতরে ভেতরে রেগে থাকবে, হয় ত বঠ্‌ঠাকুরকে পাঁচটা বানিয়ে বলবে না মা, তোমরা যাও, আমার যাওয়া হবে না। মা আর জিদ করিলেন না, চলিয়া গেলেন। এবার ফাঁকা বাড়ী প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিতে লাগিল। নীচের একটি ঘরে এলোকেশীরা থাকেন, দোতলার একটি ঘর তাহার নিজের, আর সমস্ত খালি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। সে শূন্য মনে ঘুরিতে ঘুরিতে তেতলার একটি ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে পুত্র-পুত্রবধূর নাম করিয়া এই ঘরখানি সে তৈরী করিয়াছিল। এইখানে ঢুকিয়া সে কিছুতেই চোখের জল রাখিতে পারিল না। নীচে নামিয়া আসিতেছিল, পথে স্বামীর সহিত দেখা হইবামাত্রই সে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ গা, কি রকম হবে তবে?

মাধব বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কিসের?

বিন্দু আর জবাব দিতে পারিল না। হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না না, তুমি যাও—ও কিছু না।

পরদিন সকাল-বেলা মাধব বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল অকস্মাৎ বিন্দু ঘরে ঢুকিয়া কান্না চাপিয়াই বলিল, উনি চাক্‌রি করচেন—না?

মাধব চোখ না তুলিয়াই বলিল, হুঁ।

হুঁ কি? এই কি তাঁর চাক্‌রির বয়স?

মাধব পূর্ব্বের মত কাগজে চোখ রাখিয়া বলিল, চাকরি কি মানুষ বয়সের জন্য করে? চাকরি করে অভাবে।

তাঁর অভাবই বা হবে কেন? আমরা পর, ঝগড়া ক'রেছি, কিন্তু তুমি ত তাঁর ভাই।

মাধব বলিল, বৈমাত্রেয় ভাই—জ্ঞাতি।

বিন্দু স্তম্ভিত হইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তুমি বেঁচে থেকে তাঁকে কাজ করতে দেবে?

মাধব এবার মুখ তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল, তারপর সহজ, শান্ত কণ্ঠে বলিল, কেন দেব না? সংসারে যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে আসে তেমনি ভোগ করে, তার জীবন্ত সাক্ষী আমি নিজে। কবে বাপ-মা ম'রেছেন জানিও নে, বড়বৌঠানের মুখে শুনি, আমরা বড় গরীব, কিন্তু কোন দিন দুঃখ-কষ্টের বাষ্পও টের পেলাম না। কোথা থেকে চিরকাল পরিষ্কার ধপধপে কাপড় জামা এসেছে, কোথা থেকে ইস্কুল কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম, বাসাখরচ এসেছে, তা আজও বলতে পারি নে; তার পরে উকীল হয়ে মন্দ টাকা পাইনে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একরাশ টাকা নিয়ে ঘরে এলে—এমন অট্টালিকাও তৈরি হল—অথচ দাদাকে দেখ, চিরকালটা নিঃশব্দে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন, ছেঁড়া সেলাই-করা কাপড় পরেচেন—শীতের দিনে তাঁর গায়ে কখন জামা দেখি নি—একবেলা একমুঠো খেয়ে কেবল আমাদের জন্য—সব কথা আমার মনেও পড়ে না, পড়বার দরকারও দেখি নে—শুধু দিনকতক আরাম কর্‌ছিলেন, তা ভগবান সুদ-সুদ্ধ আদায় করে নিচ্চেন। বলিয়া সহসা সে মুখ ফিরাইয়া একটা দরকারী কাগজ খুঁজিতে লাগিল।

বিন্দু নির্ব্বাক, স্তব্ধ। স্বামীর কত বড় তিরস্কার যে এই অতীত দিনের সহজ কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে কথা বিন্দুর প্রতি রক্ত-বিন্দুটি পর্যন্ত অনুভব করিতে লাগিল, সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

মাধব কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, চাক্‌রি বলে চাক্‌রি! রাধাপুরের কাছারিতে যেতে আসতে

প্রায় পাঁচ ক্রোশ—ভোর চারটেয় বেরিয়ে সমস্ত দিন অনাহারে থেকে রাত্রে ফিরে এসে দুটি খাওয়া, মাইনে বার টাকা।

বিন্দু শিহরিয়া উঠিল—সমস্ত দিন অনাহার! মোট বার টাকা!

হ্যাঁ, বার টাকা। বয়স হয়েছে, তাতে আফিংখোর মানুষ, একটু আধটু দুধও পান না; ভগবান দেখছি, এতদিন পরে দয়া ক'রে দাদার ভবযন্ত্রণা মোচন ক'রে দিচ্ছেন।

বিন্দুর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল এবং যাহা কোনদিন করে নাই, আজ তাহাও করিল। হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একটি উপায় করে দাও, রোগা মানুষ—এমন করে দুটো দিনও বাঁচবেন না।

মাধব নিজের চোখের জল কোন গতিকে মুছিয়া লইয়া কহিল, আমি কি উপায় কর্‌ব? বৌঠান আমাদের এক কর্ণা পর্য্যন্ত নেবেন না; কিছু না করলে তাঁদের সংসারই বা চলবে কি ক'রে?

বিন্দু রুদ্ধস্বরে বলিল, তা আমি জানি নে। ওগো তুমি আমার দেবতা, তিনি তোমার চেয়েও বড় যে! ছি ছি, যে কথা আনাও যায় না, সেই কথা কি না—বিন্দু আর বলিতে পারিল না।

মাধব বলিল, বেশ ত, অন্ততঃ বৌঠানের কাছে যাও। যাতে তাঁর রাগ পড়ে, তিনি প্রসন্ন হন, তাই কর। আমার পা ধরে সমস্ত দিন বসে থাকলেও উপায় হবে না।

বিন্দু তৎক্ষণাৎ পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, পায়ে ধরা অভ্যাস আমার নয়। এখন দেখ্‌ছি কেন সে রাত্রে তিনি জলস্পর্শ করেননি; অথচ তুমি সমস্ত জেনে-শুনে শত্রুর মত চুপ করে রইলে? আমার অপরাধ বেড়ে গেল, তুমি কথা কইলে না।

মাধব কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিয়া কহিল, না। ও বিদ্যে আমার দাদার কাছে শেখা। ঈশ্বর করুন যেন এমনি চুপ করে থেকেই একদিন যেতে পারি।

বিন্দু আর কথা কহিল না। উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দোর দিয়া পড়িয়া রহিল।

মাধব তখন উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, বিন্দু আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই চোখ রাঙা। মাধবের দয়া হইল, বলিল, যাও একবার তাঁর কাছে। জান ত তাঁকে, একবারটি গিয়ে শুধু দাঁড়াও তা হ'লেই সব হবে।

বিন্দু অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বলিল, তুমি যাও -- ওগো, আমি ছেলের দিব্য কচ্চি—

মাধব তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কিছু উষ্ণ হইয়াই জবাব দিল, হাজার দিব্যি করলেও আমি দাদাকে বলতে পারব না। তিনি নিজে জিজ্ঞাসা না করলে গিয়ে বলব, এত সাহস আমার গলা কেটে ফেল্‌লেও হবে না।

বিন্দু তথাপি নড়িল না।

মাধব কহিল, পার্‌বে না যেতে ?

বিন্দু জবাব দিল না, হেঁটমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আট

বাড়ীর সুমুখ দিয়া ইস্কুল যাইবার পথ। প্রথম কয়েক দিন অমূল্য ছাতি আড়াল দিয়া এই পথেই গিয়াছিল, আজ দুদিন ধরিয়া সেই লাল রঙের ছাতাটি আর পথের এক ধার বহিয়া গেল না। চাহিয়া চাহিয়া বিন্দুর চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, তবুও সে চিলের ছাদের আড়ালে বসিয়া তেমনি একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সকাল নটা-দশটার সময় কত রকমের ছাতি মাথায় দিয়া কত ছেলে হাঁটিয়া গেল ; ইস্কুলের ছুটির পর কত ছেলে সেই পথে

আবার ফিরিয়া আসিল ; কিন্তু সেই চলন, সেই ছাতি বিন্দুর চোখে পড়িল না। সে সন্ধ্যার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া আসিয়া নরেনকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ নরেন, এই ত ইস্কুলে যাবার সোজা পথ, তবে সে এদিক দিয়ে আর যায় না কেন ?

নরেন চুপ করিয়া রহিল।

বিন্দু বলিল, বেশ ত রে, তোরা দুটি ভাই গল্প করতে করতে যাবি আসবি সেই ত ভাল।

নরেন তাহার নিজের ধরনে অমূল্যকে ভালবাসিয়াছিল, চুপি চুপি বলিল, সে লজ্জায় আর যায় না মামি, ঐ হোথা দিয়ে ঘুরে যায়।

বিন্দু কষ্টে হাসিয়া বলিল, তার আবার লজ্জা কিসের রে ? না না, তুই বলিস তাকে, সে যেন এই পথেই যায়।

নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, কক্ষণ যাবে না মামি ! কেন যাবে না জান ?

বিন্দু উৎসুক হইয়া বলিল, কেন ?

নরেন বলিল, তুমি রাগ করবে না ?

না।

তাদের বাড়ীতে বলে পাঠাবে না ?

না।

আমার মাকেও বলে দেবে না ?

বিন্দু অধীর হইয়া বলিল, নারে না,—বল্ আমি কাউকে কিছু বল্‌ব না।

নরেন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, থার্ডমাষ্টার অমূল্যর আচ্ছা করে কান মলে দিয়েছিল।

এক মুহূর্ত্তে বিন্দু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন দিলে ? গায়ে হাত তুলতে আমি মানা করে দিয়েচি না ?

নরেন হাত নাড়িয়া বলিল, তার দোষ কি মামি, সে নূতন লোক।

আমাদের চাকর এই হেবো শালাই বজ্জাত, সে এসে মাকে ব'লেচে। আমার মা-টিও কম বজ্জাত নয় মামি, সে মাষ্টারকে ব'লে দিতে বলে দিয়েচে, থার্ডমাষ্টারকে বলে দিয়েচে, থার্ডমাষ্টার অম্‌নি আচ্ছাসে কান ম'লেচে—কি রকম করে জান মামি—এই রকম করে ধরে—

বিন্দু তাহাকে তাড়াতাড়ি থামাইয়া বলিল, হেবো কি ব'লে দিয়েচে ?

নরেন বলিল, কি জানি মামি, হেবো টিফিনের সময় আমার খাবার নিয়ে যায় ত, সে ছুটে গিয়ে বলে কি খাবার দেখি নরেনদা ? মা শুনে বলে অমূল্য নজর দেয়।

অমূল্যর কেউ খাবার নিয়ে যায় না ?

নরেন কপালে একবার হাত ঠেকাইয়া বলিল, কোথা পাবে মামি, তারা গরীব মানুষ ; সে পকেটে ক'রে দুটি ছোলাভাজা নিয়ে যায়, তাই টিফিনের সময় ওদিকের গাছতলায় লুকিয়ে বসে খায়।

বিন্দুর চোখের উপর ঘর-বাড়ী সমস্ত সংসার দুলিতে লাগিল ; সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, নরেন তুই যা।

সে রাত্রে অনেক ডাকাডাকির পর বিন্দু খাইতে বসিয়া কোন মতেই হাত মুখে তুলিতে পারিল না শেষে অসুখ করিতেছে বলিয়া উঠিয়া গেল। পরদিনও প্রায় উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিল অথচ কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিল না, একটা উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। তাহার কেবলি ভয় করিতে লাগিল পাছে কথা কহিলেই তাহার নিজের অপরাধ আবার বাড়িয়া যায়। অপরাহ্নে স্বামীর আহারের সময় অভ্যাস মত কাছে গিয়া বসিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। কোনরূপ ভোজ্য পদার্থের দিকে কাল হইতে সে চাহিয়া দেখিতে পারিল না। ঘরে বাতি জ্বলিতেছে, মাধব নিমীলিত-চোখে চুপ করিয়া পড়িয়াছিল, বিন্দু আসিয়া পায়ের কাছে বসিল। মাধব চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কি ?

বিন্দু নতমুখে স্বামীর পায়ের একটা আঙুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

মাধব স্ত্রীর কথাটা অনুমান করিয়া লইয়া আর্দ্র হইয়া বলিল, আমি সমস্তই বুঝি বিন্দু কিন্তু আমার কাছে কাঁদলে কি হবে? তাঁর কাছে যাও।

বিন্দু সত্যই কাঁদিতেছিল, বলিল, তুমি যাও।

আমি গিয়ে তোমার কথা বলব, দাদা শুনতে পাবেন না?

বিন্দু সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, আমি ত বল্‌চি আমার দোষ হয়েচে—আমি ঘাট মান্‌চি, তুমি তাঁদের বল গে।

আমি পার্‌ব না, বলিয়া মাধব পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিন্দু আরও কতক্ষণ আশা করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু মাধব কোন কথাই আর যখন বলিল না, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। স্বামীর ব্যবহারে তাহার বুকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা প্রস্তর কঠিন ধিক্কার যোজন-ব্যাপী পর্ব্বতের মত এক নিমিষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, তাহাকে সবাই ত্যাগ করিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই যাদব ছোটবধূর যাইবার অনুমতি দিয়া একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। বিন্দুর পিতা পীড়িত, সে যেন অবিলম্বে যাত্রা করে। বিন্দু সজল-নেত্রে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। বামুনঠাক্‌রুণ গাড়ীর কাছে আসিয়া বলিলেন, বাপকে ভাল দেখে শীগগির ফিরে এসো মা।

বিন্দু নামিয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেই তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

বিন্দুকে এমন নম্র হইতে কেহ কোন দিন দেখে নাই। পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বিন্দু কহিল, না মেয়ে, যাই হোক, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বয়সে বড়—আশীর্বাদ কর, যেন আর ফিরতে না হয়, এই

যাওয়াই যেন শেষ যাওয়া হয়।

বামুনমেয়ে তদুত্তরে কিছুই বলিতে পারিলেন না—বিন্দুর শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখখানির পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এলোকেশী উপস্থিত ছিলেন, খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি কথা ছোটবৌ? আর কারো বাপ মায়ের কি অসুখ হয় না?

বিন্দু জবাব দিল না, মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, তোমাকে নমস্কার করি ঠাকুরঝি—চললুম আমি।

ঠাকুরঝি বলিলেন, যাও দিদি, যাও। আমি ঘরে রইলুম, সমস্তই দেখতে শুনতে পারব।

বিন্দু আর কথা কহিল না. কোচম্যান গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অন্নপূর্ণা বামুনঠাক্রুণের মুখে এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন দিন বিন্দু অমূল্যকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ী যায় নাই —আজ এক মাসের উপর হইল, সে একবার তাহাকে চোখের দেখা দেখিতে পায় নাই—তার দুঃখ অন্নপূর্ণা বুঝিলেন।

রাত্রে অমূল্য বাপের কাছে শুইয়া আস্তে আস্তে গল্প করিতেছিল। নীচে প্রদীপের আলোকে কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অন্নপূর্ণা সহসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন ষাট্! ষাট্! যাবার সময়ে বলে গেল কি না, এই যাওয়াই যেন শেষ যাওয়া হয়। মা দুর্গা রক্ষা করুন, বাছা আমার ভালয় ভালয় ফিরে আসুক।

কথাটা শুনিতে পাইয়া যাদব উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, আগা-গোড়াই কাজটা ভাল করনি বড়বৌ। আমার মাকে তোমরা কেউ চিনলে না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সেও ত একবার দিদি ব'লে এল না। তার ছেলেকেও ত সে জোর করে নিয়ে যেতে পার্‌ত. তাও ত করলে না। সেদিন সমস্ত দিন খাটুনির পরে ঘরে ফিরে এলুম—উল্টে কতকগুলো শক্ত কথা শুনিয়ে দিলে।

যাদব বলিলেন, আমার মায়ের কথা শুধু আমি বুঝি। কিন্তু বড়বৌ এই যদি না মাপ করতে পারবে, বড় হয়েছিলে কেন? তুমিও যেমন, মাধুও তেমনি, তোমরা ধরে বেঁধে বুঝি আমার মায়ের প্রাণটা বধ করলে।

অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অমূল্য বলিল, ছোটমা কেন আস্‌বে না ব'লেচে?

অন্নপূর্ণা চোখ মুছিয়া বলিলেন, যাবি তোর ছোটমার কাছে?

অমূল্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

না কেন রে? ছোটমা তোর দাদামশায়ের বাড়ী গেছে, তুইও কাল যা।

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল। যাদব বলিলেন, যাবি অমূল্য?

অমূল্য বালিশে মুখ লুকাইয়া পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না।

কতকটা রাত্রি থাকিতেই যাদব কর্ম্মস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন এক শেষ রাত্রে তিনি প্রস্তুত হইয়া অন্যমনস্কের মত তামাক টানিতেছিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে—

যাদব ব্যস্ত হইয়া হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আজ মনটা বড় খারাপ বড়বৌ, কাল রাত্রে আমার মা যেন ঐ দোরের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলেন! দুর্গা! দুর্গা! বলিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সকাল বেলা অন্নপূর্ণা ক্লান্তভাবে রান্নাঘরে কাজ করিতেছিলেন, ও-বাড়ীর চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু কাল রাত্রে ফরাসডাঙায় চ'লে গেছেন—মা'র নাকি বড় ব্যামো। স্বামীর কথাটা স্মরণ করিয়া অন্নপূর্ণার বুক কাঁপিয়া উঠিল—কি ব্যামো?

চাকর বলিল, তা জানিনে মা, শুনলুম কি রকল অজ্ঞান-টজ্ঞান

হয়ে কি রকম শক্ত অসুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যাদব খবর শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কত সাধ করে সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম বড়বৌ, জলে ভাসিয়ে দিলে? আমি এখনি যাব।

দুঃখে আত্ম-গ্লানিতে অন্নপূর্ণার বুক ফাটিতেছিল; অমূল্যর চেয়েও বোধ করি, তিনি ছোটবৌকে ভালবাসিতেন। নিজের চোখ মুছিয়া তিনি স্বামীর পা ধুয়াইয়া জোর করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসাইয়া দিয়া, অন্ধকার বারান্দায় আসিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরেই বাহিরে মাধবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অন্নপূর্ণা প্রাণপণে বুক চাপিয়া, দুই কানে আঙুল দিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মাধব রান্নাঘর অন্ধকার দেখিয়া, এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকারে অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া শুষ্কস্বরে বলিল, বৌঠান, শুনেচ বোধ হয়।

অন্নপূর্ণা মুখ তুলিতে পারিলেন না। মাধব কহিল, অমূল্যর যাওয়া একবার দরকার, বোধ করি শেষ সময় উপস্থিত হয়েচে।

অন্নপূর্ণা উপুড় হইয়া ফুকারিয়া উঠিলেন। যাদব ওঘর হইতে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, এমন হয় না মাধু! আমি বল্‌ছি হয় না। আমি জ্ঞানে অজ্ঞানে কাউকে দুঃখ দিই নি, ভগবান আমাকে এ বয়সে কখনো এমন শাস্তি দেবেন না।

মাধব চুপ করিয়া রহিল। যাদব বলিলেন, আমাকে সব কথা খুলে বল্—আমি গিয়ে মাকে ফিরিয়ে আনবো—তুই উতলা হ'স নে মাধু—গাড়ী সঙ্গে আছে?

মাধব বলিল, আমি উতলা হই নি দাদা, আপনি নিজে কি রকম ক'চ্ছেন?

কিছুই করি নি! ওঠ বড়বৌ, আয় অমূল্য—

মাধব বাধা দিয়া বলিল, রাত্রিটা যাক না দাদা।

না, সে হবে না—তুই অস্থির হ'স নে মাধু—গাড়ী ডাক্, নইলে

আমি হেঁটে যাব।

মাধব আর কিছু না বলিয়া গাড়ী আনিল, চারজনেই উঠিয়া বসিলেন। যাদব বলিলেন, তার পরে!

মাধব কহিল, আমি ত ছিলুম না—ঠিক জানি নে। শুনলুম, দিন-চারেক আগে খুব জ্বরের ওপর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়, তারপরে এখন পর্য্যন্ত কেউ ওষুধ কি এক ফোঁটা দুধ অবধি খাওয়াতে পারে নি! ঠিক বলতে পারি নে কি হ'য়েছে, কিন্তু আশা আর নেই।

যাদব জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, খুব আছে, একশবার আছে। মা আমার বেঁচে আছেন। মাধু, ভগবান আমার মুখ দিয়ে এই শেষ বয়সে মিথ্যা কথা বার করবেন না—আমি আজ পর্যন্ত মিথ্যে বলি নি।

মাধব তৎক্ষণাৎ অবনত হইয়া অগ্রজের পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

নয়

কতদিন হইতে যে বিন্দু অনাহারে নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। বাপের বাড়ী আসিয়া জ্বর হইল! দ্বিতীয় দিন দুই-তিন বার মূর্চ্ছা হইল—তাহার শেষ মূর্চ্ছা আর ভাঙিতে চাহিল না। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরে যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন দুর্বল নাড়ী একেবারে বসিয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া মাধব আসিল যে স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইল, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল, শত অনুনয়েও এক ফোঁটা দুধ পর্য্যন্ত গিলিল না।

মাধব হতাশ হইয়া বলিল, আত্মহত্যা ক'চ্চ কেন?

বিন্দুর নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার সমস্ত অমূল্যর। শুধু হাজার দুই টাকা নরেনকে দিয়ো, আর তাকে পড়িয়ো, সে আমার অমূল্যকে ভালবাসে। মাধব দাঁত দিয়া জোর করিয়া নিজের ঠোঁট চাপিয়া কান্না থামাইল।

বিন্দু ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে আরও কাছে আনিয়া চুপি চুপি বলিল, সে ছাড়া আর কেউ যেন আমাকে আগুন না দেয়।

মাধব সে ধাক্কাও সামলাইয়া কানে কানে বলিল, দেখবে কাউকে?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল না থাক।

বিন্দুর মা আর একবার ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন বিন্দু তেমনি দৃঢ়ভাবে দাঁত চাপিয়া রহিল।

মাধব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সে হবে না বিন্দু। আমাদের কথা শুনলে না, কিন্তু যার কথা ঠেলতে পারবে না, আমি তাঁকে আনতে চললাম। শুধু এই কথাটি আমার রেখো, যেন ফিরে এসে দেখতে পাই, বলিয়া মাধব বাহিরে আসিয়া চোখ মুছিল সে রাত্রে বিন্দু শান্ত হইয়া ঘুমাইল।

তখন সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। মাধব ঘরে ঢুকিয়া দীপ নিভাইয়া জানালা খুলিয়া দিতেই বিন্দু চোখ চাহিয়া সুমুখেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে স্বামীর দুঃখ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, কখন এলে?

এই আস্‌চি। দাদা পাগলের মত ভয়ানক কান্নাকাটি কচ্ছেন।

বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল, তা জানি? তাঁর একটু পায়ের ধূলো এনেচ?

মাধব বলিল, তিনি বাইরে ব'সে তামাক খাচ্চেন, বৌঠান হাত-পা ঘুচ্চেন, অমূল্য গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওপরে শুইয়ে দিয়েছি,

তুলে আনব ?

বিন্দু কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া 'না ঘুমোক' বলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া শুইল ।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিতেই সে চমকিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা মিনিট খানেক নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন, ওষুধ খাস্ নি কেন রে ছোট, মরবি ব'লে ?

বিন্দু জবাব দিল না। অন্নপূর্ণা তাহার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তা বুঝতে পাচ্ছিস ?

বিন্দু তেমনি চুপি চুপি উত্তর দিল, পাচ্ছি দিদি ।

তবে মুখ ফেরা। তোর বঠ্ঠাকুর তোকে নিয়ে যাবার জন্যে নিজে এসেছেন। তোর ছেলে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েচে। কথা শোন, মুখ ফেরা।

বিন্দু তথাপি মুখ ফিরাইল না। মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদি, আগে—

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বল্‌চি রে ছোটো, বল্‌চি, শুধু একবার বাড়ী ফিরে আয়।

এই সময় যাদব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অন্নপূর্ণা বিন্দুর মাথার উপর চাদর টানিয়া দিলেন। যাদব এক মুহূর্ত্ত আপাদমস্তক-বস্ত্রাবৃতা তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রী ছোটবধূর পানে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু নিরোধ করিয়া বলিলেন, বাড়ী চল মা, আমি নিতে এসেচি।

তাঁহার শুষ্ক শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া উপস্থিত সকলের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। যাদব আর এক মুমূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, বলিলেন, আর একদিন যখন একটুকু ছিলে মা, তখন আমিই এসে আমার মা লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আবার আসতে হবে ভাবি নি ;

তা মা শোন, যখন এসেচি, তখন হয় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, না হয় ও মুখো আর হ'ব না ; জান ত মা, আমি মিথ্যে কথা বলি নে ।

যাদব বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বিন্দু মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাও দিদি, কি খেতে দেবে। অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই বাইরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে। আর ভয় নেই—আমি মরব না।

সমাপ্ত